ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নিজেকে বিশ্বস্ত প্রেমিক দাবি করলেন রণবীর!

পৃঃ ৫

'গুরু' গম্ভীরকে কেন হাসতে বললেন দ্রাবিড়?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২১০ ● কলকাতা ● ১৭ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● শুক্রবার ● ০২ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বাংলায় বিজেপির অনেকেই

তৃণমূলের দিকে পা বাড়িয়ে রয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের পরে পরেই জল্পনা ছড়িয়েছিল একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে দেখা যাবে বেশ কিছু বিজেপি সাংসদ ও বিধায়কদের। যদিও সেই জল্পনা নিয়ে প্রকাশ্যে সেই সময় তৃণমূলের তরফে কেউ মুখ খোলেননি। কিন্তু গতকাল দিল্লিতে সংসদে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন, 'বাংলায় বিজেপির অনেকেই তৃণমূলের দিকে পা বাড়িয়ে রয়েছেন।বঙ্গ বিজেপির কেউই এখনও পর্যন্ত অভিষেকের দাবি নিয়ে প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। তবে যেভাবে অভিষেক দলবদলের প্রসঙ্গকে ফের নিজে থেকে সামনে নিয়ে এসেছেন তাতে করে কার্যত উদ্বেগ ছড়িয়েছে বঙ্গ বিজেপির অন্দরে। এমনিতেই এবার লোকসভা নির্বাচনে বাংলার মাটিতে

এরপর ৩ পাতায়

হঠাৎ করেই দেখা দুই ঘোষের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : হঠাৎ করেই দেখা দুই ঘোষের, একজন তৃণমূলের কুণাল ঘোষ। অন্যজন বিজেপির দিলীপ ঘোষ। দিলীপকে দেখেই হাসি মুখে এগিয়ে গেলেন কুণাল। করমর্দন করলেন বিজেপি নেতার সঙ্গে। ঘটনাস্থল, সল্টলেকের এমপি-এমএলএ কোর্ট। এদিকে, আবার আজ দিলীপের জন্মদিন। যদিও তা জানতেন না কুণাল। বিজেপি নেতার পাশে যারা ছিলেন তাঁরা কুণালকে মনে করিয়ে দেন সে কথা।দ্বিতীয়বার আবার এগিয়ে গিয়ে হাত মেলান তৃণমূল নেতা। দিলীপকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানান তিনি। অনেকদিন পর সৌজন্যের রাজনীতির সাক্ষী থাকল গোটা বাংলা। সাম্প্রতিক অতীতে এই ঘটনা আগে কতবার দেখা গিয়েছে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। তাও আবার বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে! একসময় দুই যুযুধান নেতা কংগ্রেসের সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ও সিপিআইএম-এর জ্যোতি বসুর মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য থাকলেও তাঁরা 'বন্ধু' বলে পরিচিত ছিলেন রাজনৈতিক মহলে। যদিও এই সময় সেসবের বালাই নেই। সেক্ষেত্রে স্রোতের বিপরীতে হেঁটে আজ কিছুটা হলেও দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন দুই ঘোষ।

মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছায় জঙ্গলমহলে জনজাতিদের মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা

বেবি চক্রবর্তী: নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জঙ্গলমহলে সাঁওতালি ভাষার মাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক স্তর অবধি পড়াশোনার ব্যবস্থা চালু করেছেন। এবার কলেজ স্তরেও শুরু হচ্ছে অলচিকি হরফে সাঁওতালি ভাষায় পঠনপাঠন। পুরুলিয়া জেলার লালপুর মহাত্মা গান্ধী কলেজে চলতি বছরেই কলাবিভাগে দুটি এবং বিজ্ঞান বিভাগে একটি মেজর (অনার্স) বিষয়ে পঠনপাঠন চালু হবে। আগামী ৮ অগাস্ট থেকে এই তিনটি বিষয়েই ছাত্রভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে। কলা বিভাগে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অনার্স থাকছে। এই দুটি বিভাগে আসন ৪০টি করে। বিজ্ঞান বিভাগে অনার্স থাকছে প্রাণিবিদ্যায়। আসন সংখ্যা ১০। কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি গুরুপদ টুডু বলেন, জঙ্গলমহলের ছাত্রছাত্রীদের বহুদিনের দাবি ছিল স্নাতক স্তরে সাঁওতালি ভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠন। মুখ্যমন্ত্রী সেই দাবি পূরণ করেছেন। জেলা তৃণমূল তপসিলি উপজাতি সেলের সভাপতি কলেন্দ্রনাথ মান্ডি বলেন, চলতি বছরে আমাদের জেলায় ১৬জন ছাত্রছাত্রী সাঁওতালি মাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেছেন।

এছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও বাঁকুড়া জেলাতেও অনেক ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। তাই এটি একটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত। জেলা তৃণমূল সভাপতি সৌমেন বেলথরিয়া বলেন, রাজ্য উচ্চশিক্ষা দফতর লালপুর মহাত্মা গান্ধী কলেজে সাঁওতালি ভাষায় তিনটি বিষয়ে অনার্স চালু করতে সবুজ সংকেত দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী চান, জনজাতিগুলি নিজের ভাষাতেই উচ্চশিক্ষা লাভ করুক। সেই মতোই এবার উচ্চমাধ্যমিকের পর স্নাতক স্তরেও গোটা জঙ্গলমহল শুরু হচ্ছে অলচিকি ভাষায় পঠনপাঠন।

কালীঘাটের কাকু'র কণ্ঠস্বরের

নমুনা কি ইডির 'ঠান্ডা ঘরে' জায়গা নিয়েছে?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : হেফাজতে থাকা সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'র কণ্ঠস্বরের নমুনা কি ইডির 'ঠান্ডা ঘরে' জায়গা নিয়েছে? প্রশ্ন তুলছেন আইনজীবীদের একাংশ। ওই বিষয়ে তদন্তের অগ্রগতি থমকে গিয়েছে বলে অভিযোগ তুলছেন মামলাকারী আইনজীবীরা। ইডি সূত্রে দাবি, সুজয়ের কণ্ঠস্বরের ফরেন্সিক রিপোর্ট আসার পরে সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত করা হচ্ছে। তদন্ত রিপোর্ট কোর্টে যথাসময়ে পেশ করা হবে। তবে কালীঘাটের কাকুর সঙ্গে কোন 'প্রভাবশালী'র কথোপকথনের 'ভয়েস কল রেকর্ডিং' রয়েছে, সেই বিষয়ে মন্তব্য করেননি ইডির তদন্তকারীরা। সিবিআইকে ওই কণ্ঠস্বরের নমুনা দেওয়া হয়নি কেন? ইডির এক কর্তা বলেন, 'এটি ইডি ও সিবিআইয়ের অভ্যন্তরীণ বিষয়। এ ক্ষেত্রে কোনও মন্তব্য করা যাবে না।'

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবিতা সংকলন

দ্বীপ প্রসাদ

সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ

Phone : 9163761670 /9564382031

কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন

অনুগল্প ও গল্পের জন্য
ফোনে কথা বলে নেবেন
নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

শিশু কিশোর আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

আগামী ২৪ ও ২৫ আগস্ট '২৪ হাওড়া, উঃ ২৪ পরগনা, দঃ ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং কলকাতার ছোটোদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২৪ এবং ২৫ আগস্ট প্রেসিডেন্সি বিভাগের উল্লিখিত জেলাগুলির জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সময়সহ বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতি ক্ষেত্রে শনি, রবি ও অন্য ছুটির দিন বাদে) কলকাতায় শিশু কিশোর আকাদেমির কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। **আবেদনের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট ২০২৪।**

প্রতিযোগিতার বিষয়: 'ক' বিভাগ (৫ থেকে ১০+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি। 'খ' বিভাগ (১১ থেকে ১৬+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। এই প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এবং এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই আসন্ন 'পঞ্চদশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব'-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বিঃ দ্রঃ- আসন্ন রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে দলগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য (গান, নাচ, আবৃত্তি, বৃন্দবাদন ইত্যাদি) এবং একক যন্ত্রবাদন, মূকাভিনয়, ম্যাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য পেন ড্রাইভ/ডিভিডিসহ (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে হবে। দলগত অনুষ্ঠানে দলের লেটারহেডেএবং অন্যান্য একক অনুষ্ঠানের জন্য সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নামে চিঠি জমা দিতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই পেন ড্রাইভ/ডিভিডি (অফেরতযোগ্য) দপ্তরে জমা দিতে হবে।

প্রতিযোগিতার স্থান: উত্তীর্ণ, আলিপুর। সময়: ২৪ আগস্ট সকাল ১০ টা থেকে 'ক' বিভাগ এবং ২৫ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে 'খ' বিভাগ

শিশু কিশোর আকাদেমি। উত্তীর্ণ, দ্বিতীয় তল। ১এ, রিফর্মেটরি স্ট্রিট, আলিপুর, কলকাতা:২৭ফোন: ০৩৩ ২২২৩ ৬২১০ ই-মেল: skakademi@gmail.com

যুগান্তর দলের দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন ক্ষুদিরাম বসু

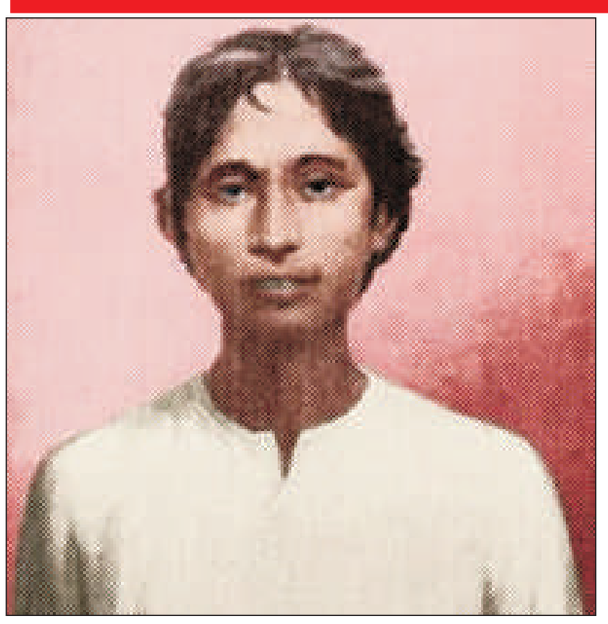

বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন : ১৯০৬ সালের মার্চে মেদিনীপুরের এক কৃষি ও শিল্পমেলায় রাজদ্রোহমূলক ইস্তেহার বণ্টনকালে ক্ষুদিরাম প্রথম পুলিশের হাতে ধরা পড়লেও পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। পরবর্তী মাসে অনুরূপ এক দুঃসাহসী কর্মের জন্য তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং আদালতে বিচারের সম্মুখীন হন। কিন্তু অল্প বয়সের বিবেচনায় তিনি মুক্তি পান। ১৯০৭ সালে হাটগাছায় ডাকের থলি লুট করা এবং ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বর নারায়ণগড় রেল স্টেশনের কাছে বঙ্গের ছোটলাটের বিশেষ রেলগাড়িতে বোমা আক্রমণের ঘটনার সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। একই বছরে মেদিনীপুর শহরে অনুষ্ঠিত এক রাজনৈতিক সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যপন্থি রাজনীতির বিরুদ্ধে তিনি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশী আন্দোলনের কর্মীদের প্রয়োজনভিত্তিক কঠোর সাজা ও দমননীতির কারণে কলকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড বাঙালিদের অত্যন্ত ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছিলেন। যুগান্তর বিপ্লবীদল ১৯০৮ সালে তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরামের উপর এ দায়িত্ব পড়ে।

কর্তৃপক্ষ কিংসফোর্ডকে কলকাতা থেকে দূরে মুজাফফরপুরে সেশন জাজ হিসেবে বদলি করে দিয়েছিলেন। দুই যুবক ৩০ এপ্রিল স্থানীয় ইউরোপীয় ক্লাবের গেটের কাছে একটি গাছের আড়ালে অতর্কিত আক্রমণের জন্য ওত পেতে থাকেন। কিন্তু অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের গাড়ির মতো অন্য একটি গাড়িতে ভুলবশত বোমা মারলে গাড়ির ভেতরে একজন ইংরেজ মহিলা ও তাঁর মেয়ে মারা যান। এ ঘটনার পর ক্ষুদিরাম ওয়ানি রেলস্টেশনে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। তিনি বোমা নিক্ষেপের সমস্ত দায়িত্ব নিজের উপর নিয়ে নেন। কিন্তু অপর কোনো সহযোগীর পরিচয় দিতে বা কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করতে রাজি হননি।১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ থেকে আন্দোলন ১৯০৮ সাল পর্যন্ত চলমান ছিল। এ আন্দোলন ছিল গান্ধী-পূর্ব আন্দোলনসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সফল। প্রাথমিক পর্যায়ে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান, অসংখ্য সভা-সমাবেশ অনুষ্ঠিত ও স্মারকলিপি পেশ করে এবং ১৯০৪ সালের মার্চ ও ১৯০৫ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতা টাউন হলে অনুষ্ঠিত বিশাল সম্মেলন প্রভৃতি নরমপন্থী উপায়ে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বিরোধিতা করা হয়েছিল। এ সকল কৌশলের সার্বিক ব্যর্থতা নতুন ধরনের বিরোধিতা যথা ব্রিটিশ পণ্য বর্জন, রাখি বন্ধন, অরন্ধন ইত্যাদি পন্থা অনুসন্ধানে বঙ্গভঙ্গ বিরোধীদের অনুপ্রাণিত করে।

তাত্ত্বিকভাবে, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে দুটি মূলধারা শনাক্ত করা যেতে পারে 'গঠনমূলক স্বদেশী' এবং 'রাজনৈতিক চরমপন্থা'। স্বদেশী আন্দোলনকে সফল করার জন্য 'বর্জননীতি' ছিল মূল হাতিয়ার। 'গঠনমূলক স্বদেশী' ছিল স্বদেশী শিল্পকারখানা, জাতীয় স্কুল, গ্রাম উন্নয়ন ও সংগঠন গড়ার পূচেষ্টার মাধ্যমে আত্মসংস্থানের ধারা। প্রফুল্লচন্দ্র রায় অথবা নীলরতন সরকারের ব্যবসায়িক উদ্যোগ, সতীশচন্দ্র মুখার্জী কর্তৃক প্রবর্তিত জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক চিত্রিত ঐতিহ্যবাহী হিন্দু সমাজের পুনর্জাগরণের মাধ্যমে গ্রামসমূহে গঠনমূলক কাজের ভেতর দিয়ে এটা প্রকাশ লাভ করে। পুনর্গঠন প্রচেষ্টায় অশ্বিনীকুমার দত্তের স্বদেশ বান্ধব সমিতিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরূপ অবস্থাকে রবীন্দ্রনাথ আত্মশক্তির উন্নয়ন বলে অভিহিত করেছেন।

রাজনৈতিক চরমপন্থী আদর্শের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট বাংলার উত্তেজিত শিক্ষিত যুবকদের কাছে এর আবেদন অতি সামান্যই ছিল। গঠনমূলক স্বদেশী প্রচারকদের সঙ্গে তাদের মৌলিক পার্থক্য ছিল পন্থা-পদ্ধতি নিয়ে। ১৯০৭ সালের এপ্রিলে অরবিন্দ ঘোষের পর পর প্রকাশিত কয়েকটি নিবন্ধে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ মতবাদ (Doctrine of Passive Resistance) নামে এগুলি পুনর্মুদ্রিত হয়। তিনি 'সুসংগঠিত ও অব্যাহতভাবে ব্রিটিশ পণ্যের বর্জন, আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বমূলক শিক্ষা, বিচার এবং নির্বাহী প্রশাসন' সংক্রান্ত কর্মসূচি উপলব্ধি করেন স্বদেশী শিল্প-কারখানা, স্কুল ও সালিশি আদালতের ইতিবাচক উন্নয়ন দ্বারা সমর্থিত। একই সঙ্গে আইন অমান্য আন্দোলন, রাজভক্তদের সামাজিকভাবে বর্জন এবং ব্রিটিশের নিপীড়ন সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেলে সশস্ত্র সংগ্রামের আশ্রয় গ্রহণের অভীপ্সাও তাঁর ছিল।

আধুনিকতাবাদী এবং হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী ধারার মধ্যে সাংস্কৃতিক মতাদর্শ নিয়ে আরেকটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়। সাধারণভাবে স্বদেশী মনোভাব ধর্মীয় পুনর্জাগরণের সঙ্গে রাজনীতিকে সংশ্লিষ্ট রাখার প্রচেষ্টায় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী দাবি করতেন যে, মন্দিরসমূহে স্বদেশী শপথ পদ্ধতি ব্যবহারকারী তিনিই প্রথম ব্যক্তি। জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনায় প্রায়শ শক্তিশালী পুনর্জাগরণবাদী উপকরণ অন্তর্নিহিত ছিল এবং বর্জনকে কার্যকর করার চেষ্টা করা হয়েছিল ঐহিত্যবাহী বর্ণপ্রথার বিধিনিষেধের মাধ্যমে। বন্দে মাতরম, সন্ধ্যা বা যুগান্তরের পাতায় এরূপ আগ্রাসী হিন্দুবাদ প্রায়ই অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকত, অথচ সঞ্জীবনী বা

এরপর ৩ পাতায়

বাসন্তীতে সড়ক দুর্ঘটনায়

গুরুত্বর আহত একই স্কুলের ১১জন শিক্ষক, শিক্ষিকা!

নুরসেলিম লস্কর, বাসন্তী : নিউজ সারাদিন : নিম্নচাপের জেরে সমগ্র রাজ্য জুড়ে চলছে প্রবল বৃষ্টি।আর এই বৃষ্টির জেরে এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে গুরুত্বর জখম হলেন একই স্কুলের ১১জন শিক্ষক, শিক্ষিকা সহ গাড়ির চালক! বৃহস্পতিবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী থানার অন্তর্গত কালিবটতলা বাজার সংলগ্ন এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানাগিয়েছে, যাত্রী বোঝায় একটি টাটা ম্যাজিক গাড়ি বাসন্তীর দিক থেকে ক্যানিংয়ের দিকে যাওয়ার সময় বৃষ্টির জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি ইলেকট্রিক পোস্টে গিয়ে ধাক্কা মারে।যার ফলে ঐ গাড়ির চালক সহ গাড়িতে থাকা আরো ১১জন যাত্রী গুরুত্বর ভাবে আহত হয়। তার পর স্থানীয়রা দুর্ঘটনা স্থলথেকে আহত দের উদ্ধার করে প্রথমে ক্যানিং মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে আহত দের সকলের চিকিৎসা শুরু হলেও ৫জন শিক্ষক, শিক্ষিকা সহ গাড়ির চালকের শারীরিক অবস্থা অতি-সঙ্কট জনক হওয়ায় তাঁদের কে কলকাতার চিত্তরঞ্জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় । আর আহত ঐ শিক্ষিক, শিক্ষিকারা বাসন্তীর ঝড়খালীর হেড়োভাঙা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দিরের শিক্ষক, শিক্ষিকা বলে জানা যায় ।

আর এই এদিনের এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে ঝড়খালী হেড়োভাঙা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির স্কুলের প্রধান শিক্ষক শঙ্কর প্রসাদ মুখার্জি জানান, স্কুল ছুটির পর ম্যাজিক গাড়িতে করে আমাদের স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্যানিংয়ে আসছিলেন ট্রেন ধরার জন্যে। রোজ এই গাড়িতে করেই সমস্ত শিক্ষক, শিক্ষিকারা স্কুলে যাতায়াত করেন। আজ তেমনি বাড়ি ফেরার সময়ে বাসন্তীর কালিবটতলায় গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ইলেকট্রিক পোস্টে গিয়ে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে স্থানীয়রা সকলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে এনেছেন! কারো মাথায় আঘাত রয়েছে, কারো পায়ের হাড় ভেঙেছে আবার কয়েকজনের অবস্থায় অতি-সংকটজনক! তাঁদের কে কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

আকস্মিক বজ্রপাতে

পশ্চিম মেদিনীপুরে দুই জনের মৃত্যু, শোকের ছায়া

বেবি চক্রবর্ত্তী: পশ্চিম মেদিনীপুর: নিউজ সারাদিন : পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদার রসুলপুর এলাকায় বজ্রপাতে দুই জনের প্রাণ গেল।জেলা জুড়ে বর্ষার মরসুম শুরু হয়েছে, সেই সময় হঠাৎই বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টি শুরু হলে ধান জমি থেকে বাড়ি ফেরার পথে বজ্রঘাতে মৃত্যু হল এক মহিলা ও এক ব্যক্তির। মৃতদের নাম সুকুন্তলা মান্ডি, সমীর হাঁসদা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দুজন ধান জমিতে কাজ করছিলেন, বজ্রবিদ্যুৎ সহ প্রবল বৃষ্টি হলে , তাঁরা বাড়ি ফেরার পথে ধান জমিতেই বজ্রঘাতে গুরুতর আহত হন। এরপর স্থানীয়রা তড়িঘড়ি তাদের উদ্ধার করে বেলদা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে, কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাদের দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে বেলদা থানার পুলিশ। আকস্মিক এই দুর্ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে।

বেআইনি চারতলা নির্মাণ ভাঙল প্রশাসন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আদালতের সবুজ সংকেত পেয়ে নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার বেআইনি চারতলা নির্মাণ ভাঙল প্রশাসন। জলাভূমি বুজিয়ে বেআইনি বাড়ি তৈরির অভিযোগ উঠেছিল মুকুন্দপুর লাগোয়া জগদীপোতার খেয়াদহ ২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালেই বুলডোজার চালিয়ে সেই বিল্ডিং ভাঙার কাজ শুরু করেছে প্রশাসন।অন্যদিকে, শান্তিপুর পুরসভা এলাকায় রাস্তার দুই ধারে সরকারি জায়গা জবরদখল করে বসানো দোকান বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দিল স্থানীয় প্রশাসন। একাধিকবার নোটিস দিয়ে সরে যাওয়ার কথা বলা হলেও, না মানায় এই সিদ্ধান্ত। ব্যবসায়ীদের অন্য জায়গায় দোকান করে দেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকাটি সোনারপুর ব্লকের অধীনে। তবে যে জলাভূমি বুজিয়ে নির্মাণ হচ্ছিল তা পূর্ব কলকাতার জলাভূমি অঞ্চলের মধ্যে পড়ে। তা নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছিলেন স্থানীয় এক মহিলা। স্থানীয় প্রশাসন বাড়িটির মালিকে বাড়িটি ভেঙে ফেলার কথা বলে। তা মানেননি মালিক। মামলা গড়ায় আদালতে। অবশেষে কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে এদিন সকালে সেই অবৈধ নির্মাণ ভাঙার কাজ শুরু করেছে স্থানীয় প্রশাসন। আদালতের সেই নির্দেশনামা জেলাশাসক, মহকুমাশাসক হয়ে পৌঁছয় ব্লক প্রশাসনের কাছে। তা হাতে পেতেই কাজ শুরু। নামানো হয় বুলডোজার। উপস্থিত ছিলেন সোনারপুরের বিডিও, নরেন্দ্রপুর থানার আইসি, স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-সহ অন্যান্যরা। ব্লক প্রশাসন সূত্রে খবর, কিছুদিনের মধ্যেই পুরো বাড়িটি ভেঙে ফেলা হবে।

ইডির দপ্তরে হাজিরা দিলেন

তৃণমূলের হেভিওয়েট নেতা

কলকাতা: নিউজ সারাদিন : বুধবারই খবর সামনে এসেছিল যে, রেশন দুর্নীতি নিয়ে এবার তেড়েফুঁড়ে ময়দানে নেমেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এমনকি তারা বৃহস্পতি এবং শুক্রবার আনিসুর রহমান এবং তার দাদা আলিফ নুরকে ডেকে পাঠিয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এই দুই ব্যক্তি আদৌ কেন্দ্রীয় সংস্থার মুখোমুখি হবেন কি না, তার দিকে নজর ছিল সকলের।কিন্তু অবশেষে ইডির ডাকে সাড়া দিয়ে আজ সিজিও কমপ্লেক্সে পৌঁছে গেলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি আনিসুর রহমান।সূত্রের খবর, গতকালই ইডির পক্ষ থেকে জেরা করবার জন্য নোটিশ পাঠানো হয় দেগঙ্গা ব্লক তৃণমূলের সভাপতি আনিসুর রহমানকে। আর তার পরিপ্রেক্ষিতেই আজ সেই আনিসুর রহমান সিজিও কমপ্লেক্সে পৌছে গিয়েছেন। তবে শুধু তিনি নন, তার দাদাকেও আগামীকাল ইডি দপ্তরে আসতে বলা হয়েছে। তবে আজ তৃণমূলের এই ব্লক সভাপতিকে জেরা করার পর ইডির কি পদক্ষেপ হয়, সেদিকেই নজর থাকবে সকলের।

প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ও প্রশিক্ষক

অংশুমান গায়কোয়াড়ের মৃত্যুতে শোকজ্ঞাপন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩১ জুলাই, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার ও কোচ অংশুমান গায়কোয়াড়ের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন।

শ্রী মোদী বলেছেন, শ্রী অংশুমান গায়কোয়াড় জি ক্রিকেটে তাঁর অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড় এবং একজন অনন্যসাধারণ প্রশিক্ষক। এক্স পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন :

"শ্রী অংশুমান গায়কোয়াড় জি ক্রিকেটে তাঁর অবদানের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি ছিলেন একজন প্রতিভাবান খেলোয়াড় এবং একজন অনন্যসাধারণ প্রশিক্ষক। তাঁর মৃত্যুতে বেদনাহত। তাঁর পরিবার এবং অনুরাগীদের প্রতি সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।"

ওয়েনাড়ে ভূমিধ্বসে

ভারতীয় বিমান বাহিনীর ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ

নয়াদিল্লি, ০১ অগাস্ট, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : কেরলের ওয়েনাড়ে সম্প্রতি ভয়াবহ ভূমিধ্বসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বিমান বাহিনীই প্রথম ৩০ জুলাই, ২০২৪ এর খুব ভোর থেকে এনডিআরএফ এবং রাজ্য প্রশাসন সহ অন্য সংস্থার সঙ্গে মিলে উদ্ধার ও ত্রাণের কাজ শুরু করে।

বিমান বাহিনীর পণ্যবাহী বিমানগুলি উদ্ধার কাজের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্র, সামগ্রী, সরঞ্জাম সরবরাহে বড় ভূমিকা নেয়। সি-১৭-এর সাহায্যে ৫৩ টন বেইলি ব্রিজ, ডগ স্কোয়াড, চিকিৎসার সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সামগ্রী পরিবহণ করে উদ্ধার কাজে সাহায্য করার জন্য। এছাড়াও, এএন-৩২ এবং সি-১৩০কে ব্যবহার করা হয় আধিকারিক এবং ত্রাণ সামগ্রী পরিবহণের জন্য। সবমিলিয়ে বিমান বাহিনীর এই বিমানগুলি প্রায় ২০০-রও বেশি উদ্ধারকারী এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের বিপর্যয়-স্থল থেকে আনা-নেওয়া করে। প্রতিকূল আবহাওয়াতেও বিমান বাহিনী সময়-সুযোগ বুঝে মানবিক সাহায্য এবং ত্রাণ পৌঁছে দেয়।

বিমান বাহিনী এই কাজে নানাধরনের হেলিকপ্টার ব্যবহার করে। এমআই-১৭ এবং ধ্রুব অ্যাডভান্সড্ লাইট হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয় ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজে। প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও বিমান বাহিনীর বিমানগুলি বিধ্বস্ত জায়গাগুলি থেকে মানুষজনকে হাসপাতালে এবং নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেয়। এছাড়াও, জরুরি সামগ্রী সরবরাহ করে ৩১ জুলাই, ২০২৪ - এর সন্ধ্যা পর্যন্ত। উদ্ধার কাজ এখনও চলছে। এই হেলিকপ্টারগুলি ভূমিধ্বস বিধ্বস্ত এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষকে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় সরানোর কাজ করছে।

ভারতীয় বিমান বাহিনী কেরলের ভূমিধ্বস বিধ্বস্ত মানুষকে সবরকম সহায়তা পৌঁছে দিতে দায়বদ্ধ।

১-ম পাতার পর

বাংলায় বিজেপির অনেকেই তৃণমূলের দিকে পা বাড়িয়ে রয়েছেন

বিজেপির আসন কমেছে। সেই সঙ্গে ধারাবাহিক ভাবে উপনির্বাচনগুলিতে বিজেপির হার বজায় আছে। দলের জেতা আসনও মায় লোকসভা নির্বাচনেও কয়েক হাজার ভোটের ব্যবধানে এগিয়ে থাকা আসনও উপনির্বাচনে ধরে রাখতে পারছে না বিজেপি। সেই সব আসন চলে যাচ্ছে তৃণমূলের দখলে। এই অবস্থায় দলের কোনও বিধায়ক যদি দলত্যাগ করেন তাহলে আইনিপথেও যে তাঁকে ধরে রাখা যাবে না সেটা এখ বেশ ভালই বুঝছেন পদ্মের নেতারা।যথাসময়ে এঁদের নাম জানতে পারবেন!' অভিষেকের এই দাবির পরেই এখন বঙ্গ বিজেপিতে নতুন করে জল্পনা ছড়িয়েছে। কে কে তৃণমূলের দিকে পা বাড়িয়ে আছেন তা নিয়ে পদ্মের অন্দরে ফের জলঘোলা শুরু হয়ে গিয়েছে। তৃণমূল সূত্রের দাবি, অভিষেক যে সব নেতাকে ইঙ্গিত করে এই কথা বলেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন স্ট্যান্ডিং সাংসদ, প্রাক্তন সাংসদ, স্ট্যান্ডিং বিধায়ক থেকে দলের প্রাক্তন জেলা সভাপতি ও মণ্ডল সভাপতিরাও।অভিষেক গতকাল দাবি করেছেন, 'আগামী এক বছরের মধ্যে যে সব রাজ্যে নির্বাচন রয়েছে, বিজেপি সর্বত্র ধুয়েমুছে যাবে। আর ২০২৬ সালের মধ্যে অসম বাদে বাকি সব রাজ্যে বিধানসভা ভোটে বিজেপির হার অনিবার্য। এক বার হারের ঢল নামতে শুরু করলে বিজেপি-বিরোধী হাওয়া তৈরি হবে। মানুষের মন এক বার তৈরি হয়ে গেলে তা বদলানো প্রায় অসম্ভব। তখন রাজ্যে রাজ্যে বিজেপির বহু বিধায়ক নৌকো ডুবে যাওয়ার আগাম আঁচ পেয়ে দল ছাড়বেন।' অভিষেকের এই বিধায়কদের ওপর বাড়তি জোর দেওয়ার কারণে অনেকেই মনে করছেন এ রাজ্যে যারা দলবদল করতে পারেন, অর্থাৎ বিজেপি থেকে তৃণমূলে যাতে পারেন তাঁদের মধ্যে বিধায়কের সংখ্যাই বেশি। তবে বিধায়কদের মধ্যে এই ভাঙন একুশের ভোটের পর থেকেই ধারাবাহিক ভাবে দেখা যাচ্ছে। পদ্মের রাজ্য নেতৃত্ব থেকে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কেউই এই ধ্বস ঠেকাতে পারেনি।

১-ম পাতার পর

কালীঘাটের কাকু'র কণ্ঠস্বরের নমুনা কি ইডির 'ঠান্ডা ঘরে' জায়গা নিয়েছে?

প্রায় ছ'মাস ধরে নিম্ন আদালত এবং উচ্চ আদালতে একাধিক বার আবেদন করে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জেল হেফাজতে থাকা, এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুজয়কৃষ্ণের গলার স্বরের নমুনা সংগ্রহ করেছিল ইডি।তাদের দাবি ছিল, নিয়োগ দুর্নীতিতে 'প্রভাবশালী'দের যোগ উঠে আসার ক্ষেত্রে ওই কণ্ঠস্বরের নমুনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এর পর কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহের নির্দেশে গত ৩ জানুয়ারি এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুজয়কে জোকা ই এস আই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তার পর ওই নমুনা যায় দিল্লির ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে। ফরেন্সিক পরীক্ষায় কালীঘাটের কাকুর কণ্ঠস্বর 'মিলে গিয়েছে' বলে কয়েক মাস আগে উচ্চ আদালতে দাবি করে ইডি। রিপোর্টও জমা দেওয়া হয়। তবে সেই রিপোর্ট সংক্ষিপ্ত কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি অমৃতা সিংহ। তদন্তের প্রকৃতি নিয়েও পরবর্তী শুনানিতে তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন।প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় 'কালীঘাটের কাকু'র মোবাইল থেকে বেশ কয়েকটি 'ভয়েস কল রেকর্ডিং' উদ্ধার করা হয়েছিল। অভিযোগ, তিনি নিয়োগ দুর্নীতির সমস্ত রকম তথ্য নষ্ট করার জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের প্রাক্তন এক কর্তা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর থানার এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তা ছাড়া কয়েক জন 'প্রভাবশালী'র সঙ্গে কথোপকথনের রেকর্ডিং উদ্ধার করা হয়েছিল বলেও ইডি-র দাবি। তবে এখনও পর্যন্ত কোন 'প্রভাবশালী'র সঙ্গে সুজয়ের কথোপকথন হয়েছিল, তা প্রকাশ্যে আনেনি ইডি। উল্লেখ্য, ওই প্রাক্তন কর্তা এবং সিভিক ভলান্টিয়ারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। ইডি সূত্রের দাবি, তথ্য প্রমাণ নষ্ট করার জন্য সুজয়কৃষ্ণ তাঁদের বলেছিলেন বলে, সেই কথা জিজ্ঞাসাবাদে 'কবুল করেছেন' ওই দু'জন।শুধু ইডি নয়। প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্ত করছে সিবিআইও। জেলা পরিষদের প্রাক্তন ওই কর্তা এবং সিভিক ভলান্টিয়ারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন সিবিআইয়ের তদন্তকারীরাও। সূত্রের দাবি, সিবিআইয়ের তরফে ওই দু'জনের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু 'কাকু'র গলার স্বরের নমুনা তাদের হাতে আসেনি। সিবিআইয়ের তদন্তকারীদের সূত্রে দাবি, ওই কণ্ঠস্বরের নমুনা ইডির হেফাজতেই রয়েছে এবং তা হাতে না আসায় তদন্ত সম্পূর্ণ করা যাচ্ছে না। তা ছাড়া, নিয়োগ দুর্নীতিতে 'কাকু'র যোগসূত্রে একাধিক 'প্রভাবশালী'কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্তে অগ্রগতির ক্ষেত্রে 'কাকু'র কণ্ঠস্বরের নমুনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন সিবিআইয়ের তদন্তকারীরাও।মামলাকারী আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিযোগ, 'শুরু থেকেই কালীঘাটের কাকুর গলার স্বরের নমুনা সংগ্রহ ও পরবর্তী সময়ে ফরেন্সিক রিপোর্ট সংগ্রহ আর তা কোর্টে জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে ইডির তদন্তকারীদের তৎপরতার অভাব চোখে পড়েছে। এখন ওই রিপোর্ট হাতে আসার পরেও তদন্তে তৎপরতা চোখে পড়ছে না। ফরেন্সিক রিপোর্ট হাতে আসার পরে কয়েক মাস পেরিয়ে গেলেও তদন্তের অগ্রগতি কোর্টকে জানানো হয়নি। তদন্তকারী সংস্থা প্রভাবশালীদের আড়ালের চেষ্টা করে থাকতে পারে বলে স্বাভাবিক ভাবেই অভিযোগ উঠছে।' আর এক মামলাকারী আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, 'পরবর্তী শুনানিতে বিচারপতির কাছে ওই বিষয়ে তদন্তের অগ্রগতির জন্য আবেদন করা হবে।'

আর্থিক তছরুপ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি থেকে কয়লা পাচার, বিগত সময়ে একাধিক দুর্নীতিতে নাম জড়িয়েছে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের । এর মধ্যে কয়লা কাণ্ডের তদন্তে একাধিকবার দিল্লিতে ইডি-র সদর দফতরে তলব করা হয়েছিল তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে।এদিন সিব্বল, ইডি চাইলেই যে কোনও ব্যক্তিকে যে কোনও জায়গায় তলব করতে পারে কিনা সেই নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন, পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ গঠন করে এই বিষয়ে বিবেচনা করা দরকার। আজ এই মামলার ফের সুনানির সম্ভাবনা রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে।সেই নিয়ে আর্থিক তছরুপ মামলায় ইডি-র জারি করা সমনকে চ্যালেঞ্জ করে এবার সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক।কয়লা কাণ্ডে একাধিকবার অভিষেককে দিল্লিতে ইডি-র সদর দফতরে তলব করা হয়েছিল। এই নিয়েই এদিন প্রশ্ন ওঠে সুপ্রিম কোর্টে। অভিষেকের আইনজীবী কপিল সিব্বাল

এরপর ৪ পাতায়

২ পাতার পর

যুগান্তর দলের দুঃসাহসী বিপ্লবী ছিলেন ক্ষুদিরাম বসু

প্রবাসীর মতো ব্রাহ্ম পত্রিকাসমূহে এই মতের সমালোচনা করা হতো।

হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী ধারার সঙ্গে নতুন প্রদেশ মুসলমানদের জন্য অধিকতর চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করবে এ ধরনের ব্রিটিশ প্রচারণা যুক্ত হয়ে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের স্বদেশী আন্দোলন-বিরোধী করে তুলতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করে। সাম্প্রদায়িক ঐক্যের জন্য গজনবী, রসুল, দীন মোহাম্মদ, দীদার, লিয়াকত হোসেন প্রমুখ স্বদেশী আন্দোলনে বিশ্বাসী মুসলমানদের একটি সক্রিয় গ্রুপের আবেগঘন আবেদন সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত হয়েছিল। হিন্দু জমিদার এবং মহাজনদের মধ্যে যারা মূর্তি সংরক্ষণের জন্য 'ঈশ্বরবৃত্তি' নামক দস্তুরি আরোপ করতে শুরু করেছিল তারাই এই দাঙ্গার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছিল। সুতরাং বাংলায় মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ স্বদেশী আন্দোলন হতে বিরত থাকে এবং মধ্যপন্থী বা চরমপন্থী রাজনীতিতে বিশ্বাসী হিন্দু ভদ্রলোকগণ এ আন্দোলনে অগ্রগামী ভূমিকা গ্রহণ করে।

আন্দোলনটির স্বতঃস্ফূর্ততার এরূপ একটি সীমাবদ্ধতা রবীন্দ্রনাথ এবং অন্যান্য বিদগ্ধজনের চোখে ধরা পড়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যদিও কয়েক বছর ধরে পুনর্জাগরণবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদের ফলে ১৯০৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে গভীর উপলব্ধি থেকে পরপর প্রকাশিত কয়েকটি নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন যে, দাঙ্গার জন্যে ব্রিটিশদের শুধু দোষারোপ করা ছিল এক অপর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া।

এ সকল সাংস্কৃতিক সীমাবদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে বুর্জোয়া আকাঙ্ক্ষা সম্বলিত কিন্তু প্রকৃত বুর্জোয়াদের বাস্তব সমর্থন ছাড়া ব্রিটিশপণ্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে। বর্জন নীতি প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সাফল্য অর্জন করে ১৯০৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার কাস্টমস্ কালেক্টর ম্যানচেস্টার কাপড়ের বিক্রয়ে কিছু পড়তিভাব লক্ষ্য করেন। এ অবনতি কলকাতার মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী এবং ব্রিটিশ উৎপাদকদের মধ্যে বাণিজ্যিক শর্তাদির ক্ষেত্রে বিবাদ সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ব্যবহৃত সামগ্রীসমূহের মধ্যে জুতা এবং সিগারেটের চাহিদাই সবচেয়ে বেশি হ্রাস পায়।

এরূপ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বদেশী মতবাদ তাঁত শিল্প, রেশম বয়ন এবং আরও কতিপয় ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পে উল্লেখযোগ্য পুনর্জাগরণ সাধন করতে সক্ষম হয়েছিল। আধুনিক শিল্পের বিকাশ ঘটাতেও বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এভাবে ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পোর্সেলিন, ক্রোম, সাবান, ম্যাচ ও সিগারেট-এর ক্ষেত্রেও কয়েকটি সফল উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

স্বদেশী বাংলায় জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য দেখা যায়। এ জাতীয় শিক্ষা প্রচেষ্টা মাতৃভাষার মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা

তাঁকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য অনুসারে মুজফফরপুর কারাগারে ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট ফাঁসিতে তাঁর মৃত্যু হয়। "একবার বিদায় দে মা ভারতবাসী "-- অশ্রুসিক্ত সেই গান আজও এই সাহসী বীর বাঙালী বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ চিরসম্মরণীয় ।

নিখোঁজ হওয়ার পর

২৫০ কিলোমিটার দূর থেকে পথ চিনে বাড়ি ফিরল এক মেও সারমেও কুকুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে স্বর্গের পথ দেখিয়েছিল একটি কুকুর! সেখানে ২৫০ কিলোমিটার দূরের মালিকের বাড়ির পথ চিনে ঘরে ফেরা তো সামান্য বিষয়। যে কাজ করে দেখাল কর্নাটকের 'মহারাজ'। আর 'প্রিয়জন' এলাকায় ফেরার আনন্দে চড়ুইভাতি করলেন স্থানীয়রা। ব্যাপারটা ঠিক কী?উত্তর কর্নাটকের একটি গ্রাম বেলাগাভি জেলার যমগর্নি। সেখানেই মালিক কমলেশ কুম্ভরের সঙ্গে থাকে মহারাজ নামে এক সারমেয়। গ্রামবাসীদের কথায়, সে নাকি ভজন শুনতে খুব পছন্দ করে। আর প্রভুভক্তি তো বলে প্রকাশ করা যাবে না। আর কমলেশ হলেন ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত। প্রত্যেক বছর তিনি মহারাষ্ট্রের পন্ধরপুরে তীর্থ করতে যান। সেখানে ভিড় জমান অন্যান্য তীর্থযাত্রীরাও। এবছরও সেখানে গিয়েছিলেন কমলেশ। আর তাঁর পিছু নিয়েছিল মহারাজ। মালিকের সঙ্গে দিব্যি হেঁটে ২৫০ কিলোমিটার দূরের পন্ধরপুরে পৌঁছে গিয়েছিল সে।সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, কমলেশ ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে ভজন শুনতে শুনতে তীর্থক্ষেত্রে যায় মহারাজ। কিন্তু একটি মন্দিরে দর্শন করার পর কমলেশ দেখেন মহারাজ সেখানে নেই। বহু খোঁজাখুঁজির পরও দেখা মেলেনি সারমেয়টির। কোনও উপায় না পেয়ে বাড়ি ফিরে আসেন কমলেশ। যেদিন তিনি তার ঠিক পরের দিনই বাড়ির দরজায় হাজির মজারাজ। যা দেখে অবাক হয়ে যান কমলেশ ও গোটা এলাকাবাসী। শুধু তাই নয় দরজায় দাঁড়িয়ে খোশ মেজাজে লেজ নারে সে। যেন কিছুই হয়নি।কিন্তু কীভাবে ২৫০ কিলোমিটার পথ একা চিনে বাড়ি ফিরল মহারাজ? তার উত্তর অবশ্য মেলেনি। কিন্তু প্রিয় মহারাজের ফিরে আসায় খুশির হাওয়া গোটা এলাকায়। শুধু তাই নয়, সারমেয়টিকে গাঁদার মালা পরিয়ে ঘোরানো হয় গোটা গ্রামে। তার পর আয়োজন করা হয় মহাভোজের। কমলেশের কথায়, "ভজন বরাবরই খুব প্রিয় মহারাজের। এর আগেও এক তীর্থযাত্রায় ও আমার সঙ্গে ছিল। কিন্তু এবার ও যেভাবে ফিরে এসেছে তা অলৌকিক ঘটনা।" আর গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, ঈশ্বরই পথ চিনিয়ে বাড়ি পাঠিয়েছেন মহারাজকে।

হত্যাকাণ্ডে অভিযোগের আঙুল উঠেছে ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের বিরুদ্ধে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইরানের রাজধানী তেহরানে খুন হয়েছেন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়েহ। এই হত্যাকাণ্ডে অভিযোগের আঙুল উঠেছে ইজরায়েলের গুপ্তচর সংস্থা মোসাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে হানিয়েহ ছিলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতীন গড়করির সঙ্গে! ইরানের নতুন প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেস্কিয়ানের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে একই মঞ্চে দেখা গিয়েছিল দুজনকে।

গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের বুকে ভয়ংকর হামলা চালায় প্যালেস্টাইনের জঙ্গি সংগঠন হামাস। সেই হামলার নীল নকশা নাকি তৈরি হয়েছিল হানিয়েহ-র বাড়িতে। তার পর থেকেই তেল আভিভের 'হিট লিস্টে' ছিলেন এই হামাস নেতা। ইজরায়েলি সেনার হামলায় প্রাণ হারিয়েছে হানিয়েহ-র ৩ ছেলে-সহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা। তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে আমেরিকার বিরুদ্ধেও। কিন্তু সমস্ত অভিযোগ নস্যাৎ করেছে ওয়াশিংটন।মঙ্গলবার ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথ নিয়েছেন পেজেস্কিয়ান। সেই অনুষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গড়করি। ছিলেন ব্রাজিল, তুরস্ক, সৌদি আরব, আর্মেনিয়া, মিশর-সহ বিভিন্ন দেশ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের উচ্চপদস্ত আধিকারিক ও শীর্ষস্থানীয় নেতারা। এদিন সকলের সঙ্গেই মঞ্চে ছিলেন হামাসের রাজনৈতিক প্রধান হানিয়েহ। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই নেমে আসে মৃত্যুর খাঁড়া। কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর, তেহরানে হানিয়েহ-র বাড়িতে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছে। কয়েকটি রিপোর্ট অনুযায়ী অনুষ্ঠান শেষে হোটেলে ফিরে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিয়েছেন হানিয়েহ।

বিশ্লেষকদের মতে, হানিয়েহকে যদি মোসাদই হত্যা করে থাকে তাহলে তার নীল নকশা আগেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বহুদিন ধরে নজর রাখা হয়েছিল হামাস নেতার গতিবিধির উপর। একইভাবে হয়তো নজর ছিল গড়করি-সহ তেহরানে আমন্ত্রিত অন্যান্য অতিথিদের উপরও। তাঁদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই অপারেশনের ছক কষা হয়। কোনও বিদেশি অতিথি আহত হলে তা ইজরায়েলের জন্য কূটনৈতিক দুঃস্বপ্ন হয়ে দাঁড়াত। তবে এই ঘটনার পর তেড়েফুঁড়ে উঠেছে ইরান। তেল আভিভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে তেহরান।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২১০ সংখ্যা ০২ আগস্ট, ২০২৪ শুক্রবার ১৭ শ্রাবণ, ১৪৩১

বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা

ফিরলেও কার্ফু এখনও পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হয়নি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরলেও কার্ফু এখনও পুরোপুরি প্রত্যাহার করা হয়নি। সেনা বাহিনীও ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যায়নি। গুরুত্বপূর্ণ ভবনের বাইরে সেনা মোতায়েন আছে। অভিযোগ, তিনি আন্দোলনকারীদের ছয় সমন্বয়কে ডিবি দফতরে আটকে রেখে ভালমন্দ খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে ছবি তুলে তা সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেন। সেখানেই চাপ দিয়ে আন্দোলন প্রত্যাহারের কথা বলানো হয় তাঁদের দিয়ে। সেই ছবির ভিত্তিতে এক সরকারি আইনজীবী হাই কোর্টে আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে উপহাস করেছিলেন, 'ছবিতে দেখলাম ডিবি পুলিশের অতিথিশালায় তাঁরা কাঁটা চামচ দিয়ে ভালমন্দ খাচ্ছে।' এই মন্তব্য শুনে ক্ষিপ্ত বিচারপতি সরকারি আইনজীবীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'নাগরিকদের নিয়ে মস্করা করবেন না।'মার্চ ফর জাস্টিস' নামে নতুন আন্দোলন ঘিরে ফের অশান্ত হয়েছে ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, সিলেট, বগুড়া, যশোর, ঠাকুরগাঁও এলাকা। বুধবার দিনভর ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ চলার পর সন্ধ্যায় 'রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' নামে আরও এক নতুন আন্দোলন কর্মসূচির ডাক দেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা।

মার্চ ফর জাস্টিস আন্দোলনের ডাক ছাত্ররা দিলেও প্রথম দিন থেকেই তাতে যুক্ত হয়েছেন অভিভাবক এবং বিভিন্ন পেশার মানুষ। একটি আদালত চত্বরে আন্দোলনকারীদের পুলিশ বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে আপত্তি জানান আইনজীবীদের একাংশ। পুলিশ প্রায় একশো জনকে আটক করে। তাদের অর্ধেক পড়ুয়া এবং বাকিরা ছাত্র। যা থেকে মনে করা হচ্ছে বাংলাদেশে চলমান আন্দোলনে ছাত্রদের সামনে রেখে বিরোধী দল এবং সরকার বিরোধী মানুষ শামিল হতে শুরু করেছেন। বিএনপি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছে সরকার বিরোধী সব আন্দোলনে তারা পাশে আছে। মার্চ ফর জাস্টিস এবং রিমেম্বারিং আওয়ার হিরোজ' আন্দোলনের মূল দাবি, কোটা বিরোধী আন্দোলন দমনে অভিযুক্ত পুলিশের সাজা, ধৃতদের মুক্তি ইত্যাদি। বাংলাদেশ সরকার পুলিশের সাজার বিষয়টি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনের কাছে বিবেচনার জন্য পেশ করবে।

তবে ইতিমধ্যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হয়েছে। যেমন ঢাকা মহানগর পুলিশের হাই-প্রোফাইল গোয়েন্দা প্রধান হারুন অর রশীদকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে গোয়েন্দা পুলিশ ডিটেকটিভ ব্রাঞ্চের পুলিশকে সংক্ষেপে ডিবি-পুলিশ বলা হয়ে থাকে। ডিবি প্রধান হিসাবে হারুনের একটি পদক্ষেপ ঘিরে দেশে বিতর্ক সৃষ্টি হয়।

সম্পাদকীয়

কংগ্রেসকেও বদলাতে হবে

বার্তা দিয়েছেন বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । সেই বার্তা দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসকে। ২৬'র বিধানসভা নির্বাচন এবং দেশে বিজেপি বিরোধিতার লক্ষ্যে। বার্তাটা এমন একটা সময়ে দিয়েছেন তিনি যখন, খোদ কংগ্রেসই জানিয়ে দিচ্ছে, বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে অধীররঞ্জন চৌধুরী এখন অতীত।বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের দাবি, সেই সম্ভাবনাই ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু সেই নেতার সন্ধান মিলছে না যিনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি হয়ে তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখে এগোতে চাইছেন। যার নামই উঠে আসুক না কেন, দেখা যাচ্ছে তিনি তৃণমূল বিরোধিতায় অনড়। যা এখন হাইকম্যান্ডের না পসন্দ। কেননা বাংলার প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছিল বামেদের সঙ্গে জোট গড়ার। সেই জোট গড়ার পরেও তা রাজ্যবাসীর কাছে মান্যতা পায়নি। জোট বিজেপিকে ঠেলে দ্বিতীয় স্থানেও উঠে আসতে পারেনি। লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় কংগ্রেসের আসনসংখ্যা ২ থেকে কমে ১ হয়েছে। অধীর নিজেই হেরে গিয়েছেন বহরমপুরে। তারপরেও তিনি তৃণমূলের বিরোদিতায় অনড় যা এখন হাইকম্যান্ড চোখে দেখছে না। আর তাই অধীরও ফিরছেন না প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে। বামেদের সঙ্গে জোট গড়ে কংগ্রেসেরও সেই অর্থে লাভ হয়নি। এই জোট ২৬'র বিধানসভা নির্বাচনে বজায় থাকলে রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তন সম্ভব হবে কিনা সেটাও লাখ টাকার প্রশ্ন হয়ে উঠেছে। কিন্তু যদি তৃণমূলের সঙ্গে জোট হয় তাহলে অন্তত কিছু আসনে কংগ্রেস জিততে পারে এবং সেক্ষেত্রে রাজ্য বিধানসভায় কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তনও ঘটবে। আর তাই গুরুত্ব বাড়ছে অভিষেক বার্তার। সম্ভাবনা বাড়ছে বংলার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে কোনও তৃণমূলবান্ধব নেতাকে পাওয়ার।নতুন কেউ শীঘ্রই সেই পদে আসতে চলেছেন। কে আসছেন? এই জল্পনার মধ্যেই এসেছে অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা। রাজ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা। সেই আলোচনা জোট গঠনের। এই দেখে এখন অনেকেরই ধারনা, আগামী দিনে বাংলায় এবং দেশে তৃণমূলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থেই এবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে দলের হাইকম্যান্ড এমন কাউকে আনতে চাইছেন যিনি এই সুসম্পর্ককে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন এবং কংগ্রেসকেও জয়ের মুখ দেখাতে পারবেন। একইসঙ্গে রাজ্যে বামেদের সঙ্গেও সম্ভবত দূরত্ব বাড়াবে কংগ্রেস।অধীর চৌধুরী এখন 'প্রাক্তন' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। তিনি পদত্যাগ করেছেন। নতুন সভাপতি বাছাইয়ের কাজ শুরু হয়েছে। দিল্লিতে বাংলার কংগ্রেসি নেতাদের এমনটাই জানিয়ে দিয়েছেন এআইসিসি-র পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত নেতা গুলাম আহমেদ মীর। আবার অধীরের বক্তব্য, দিল্লি এসে জানতে পেরেছেন যে তিনি প্রাক্তন। দিল্লিতে রাজনৈতিক মহলের একাংশের দাবি, কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূলের বোঝাপড়ার প্রশ্নে প্রাচীর হয়ে ছিলেন অধীর। তাঁকে সরানো হলে তৃণমূলের সঙ্গে সম্পর্ককে নতুন ভাবে দেখা যেতে পারে বলে 'চিন্তাভাবনা' করছে কংগ্রেস। আর তারপরে পরেই এসেছে অভিষেকের বার্তা। কী বলেছেন অভিষেক? জানিয়েছেন, 'ত্রিপুরা হোক বা গোয়া, আমরা এমন জায়গায় দলের সম্প্রসারণ করতে গিয়েছি যেখানে বিজেপি শক্তিশালী, কংগ্রেস নয়। আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনেক দিন আগেই সূত্র দিয়েছিলেন, যে বিরোধী দল যে রাজ্যে শক্তিশালী, তার পিছনে দাঁড়াক অন্যান্য বিরোধী দলেরা। সেই হিসাবে আমরা কোনও রাজ্যে গিয়ে কংগ্রেসকে দুর্বল করার কথা ভাবিনি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আমাদের জোট প্রস্তাব কংগ্রেসের মানা উচিত ছিল। অন্য সব জোট শরিকেরা কোনও না কোনও রাজ্যে কংগ্রেসের শরিক। একমাত্র আমরা কংগ্রেস, বিজেপি এবং বাম, এই তিন শক্তির সঙ্গেই লড়াই করেছি। কংগ্রেসকে বারবার জোটের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। রাজনৈতিক বাস্তবতা মেনে আসন (দু'টি) দেওয়ার প্রস্তাবও দিয়েছি। কংগ্রেস তা গ্রাহ্য করেনি। তবে কেন্দ্রে আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিজেপিকে হারানোর জন্য লড়াই আরও জোরদার করব।'

অভিষেক এখানেই থেমে যাননি। জানিয়েছেন, 'আমরা তো আসন ভাগাভাগির কথা বলেছিলাম। আমি নিজে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কথা বলেছি। কিন্তু কংগ্রেসই গড়িমসি করেছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, তেলেঙ্গানার বিধানসভা নির্বাচনের ফলের জন্য ওরা অপেক্ষা করেছে। আমাদের দায়বদ্ধতা মানুষের প্রতি। তৃণমূল রাবার স্ট্যাম্প নয়। আমাদের নীতি যেখানে বলার সেখানে বলতে হবে। কাল যেমন আমি নির্মলার সামনে বলেছি। তেমনই আমরা নীতি আয়োগের বৈঠকে গিয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে বয়কট করেছি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সব কিছুই বদলাতে হয়। কংগ্রেসকেও বদলাতে হবে।' অভিষেক কার্যত বুঝিয়ে দিয়েছেন, প্রদেশ সভাপতির পদ থেকে অধীর চৌধুরীর বিদায়ের পরে কংগ্রেস যদি তৃণমূলের সঙ্গে নতুন করে আলোচনায় বসতে চায়, তাতেও আপত্তি নেই তাঁর। আর এখানেই প্রশ্ন উঠছে, তাহলে অভিষেকের এই বক্তব্যকে মান্যতা দিয়েই কী প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি পদে কংগ্রেস হাইকম্যান্ড কী এমন কাউকে নিয়োগ করবে যে তৃণমূলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন!

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অবশ্য ১৯৭৯ সালে দণ্ডকারণ্য থেকে অসংখ্য বাঙালি উদ্বাস্তু এসে সুন্দরবন সংলগ্ন মরিচঝাঁপি নামক একটি দ্বীপে বসতি স্থাপন করার চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন, যাঁদের উদ্বাস্তু হবার আগে বাড়ি ছিল নিকটবর্তী বাংলাদেশের খুলনা জেলায়। তারপর কি হয়েছিল সেই দুঃখজনক ঘটনার স্মৃতি হয়ত অনেকের জানা আছে।আজ এসব সুন্দরবনের ইতিহাস, এই মরিচঝাঁপি এখনও মানুষের তেমনভাবে বসত গড়ে ওঠেনি। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণনের অবতার যুগে যুগে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(নবম পর্ব)

তাদের অবতার বলে প্রতিপন্ন করছেন। শাস্ত্রে ভগবদ অবতারের যেসব বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা আছে তা না থাকা সত্ত্বেও জনগণের অজ্ঞতার দরুন তারা সমাজে এক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। এখানে-সেখানে যত্রতত্র শোনা যাচ্ছে-অমুক নাকি ভগবানের অবতার।

আমরা কলিযুগে জন্মগ্রহণ করেছি। শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে কলিযুগের শেষে ভগবান কল্কি অবতাররূপে আবির্ভূত হয়ে আবার পৃথিবীতে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করবেন। কিন্তু যেহেতু কল্কি অবতার এখনো আবির্ভূত হননি, তাই এই অবতার নিয়ে চলছে নানারকম কল্পনাবিলাস। ভুরি ভুরি ভুঁইফোড় ব্যক্তি কল্কি অবতার নামে আত্মপ্রকাশ করছে। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনুগামীরা তাদের দল ভারি করার জন্য বিভিন্ন রূপক ও কাল্পনিক যুক্তি উপস্থাপনের মাধ্যমে শাস্ত্রীয় প্রশাণের অপব্যাখ্যা করছে।নামে-বেনামে বিভিন্ন বই ছাপিয়ে কল্কি অবতার সম্বন্ধে মানুষকে ভুল তথ্য প্রদান করছে। আর তা নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ছে শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ সাধারণ মানুষ। যখনই কেউ বলছেন, "তিনি ভগবানের অবতার"- সাধারণ মানুষ এর সত্যতা বিচার না করেই তার পেছনেই ছুটছে। বর্তমান যুগ তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। ভারচুয়াল কমিউনিকেশন এবং দ্রুত কোনো সংবাদ ছড়িয়ে দেয়ার জন্য তথ্যপ্রযুক্তির জুড়ি নেই। ব্লগিং চ্যাটিং-এ নানা বিষয় নিয়ে চলে তমুল তর্ক-বিতর্ক। ব্লগ এবং গণমাধ্যমগুলোতে সামাজিক, রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে যেমন চর্চা হয়, ঠিক তেমনি চর্চা হয় ধর্মীয় বিষয় নিয়েও। ধর্মীয় যেসব বিষয় নিয়ে এসকল গণমাধ্যমগুলোতে চর্চা হয়, তার মধ্যে কল্কি অবতার অন্যতম। অন্যদিকে আমরা সকলেই জানি ভক্তদের সঙ্গে ভগবানের এক গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়। এর উদাহরণ আমরা পুরাণ কাহিনী সূত্রে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

আর্থিক তছরুপ মামলায় সুপ্রিম কোর্টে অভিষেক

বলেন, আর্থিক তছরুপ মামলায় চগখঅ-অ্যাক্ট এর অধীনে অভিযুক্তকে তলব করার কোনও নির্ধারিত পদ্ধতি নেই।

সিব্বলের সওয়াল, অভিযুক্তকে তলবের জন্য আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি পদ্ধতি থাকতে হবে। তবে চগখঅ-তে কোনও পদ্ধতি নেই। এই পদ্ধতির অভাবই একটা পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকারকে দেখাতে প্রমাণ করতে হবে যে এমন একটি পদ্ধতি রয়েছে যা তারা অনুসরণ করছে যেটি আইনসিদ্ধ ও যুক্তিসম্মত।

যে পদ্ধতিতে তার মক্কেল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব এবং জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সিনিয়র আইনজীবী কপিল সিব্বাল। পাশাপাশি কলকাতায় ইডি-র পূর্বাঞ্চলীয় অফিস থাকা সত্ত্বেও কেন তাকে বারংবার দিল্লিতে ইডির সদর দফতরে তলব করা হচ্ছে, সেই নিয়েও প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী।এদিন বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদী ও সতীশ চন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চে এই মামলাটি ওঠে। প্রসঙ্গত, এর আগে একাধিকবার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে অভিষেককে (Abhishek Banerjee) দিল্লিতে জিজ্ঞাসাবাদ করার কথা বলেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে গত বছরের ২২ সেপ্টেম্বর কয়লা পাচার-কাণ্ডে কলকাতার অফিসে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

ইসমাইল হানিয়া হামাসের বাস্তববাদী নেতা ছিলেন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হামাসের দাবি অনুযায়ী, ইরানে ইসমাইল হানিয়াকে ইসরায়েলের হামলায় হত্যা করা হয়েছে। ইসমাইল হানিয়া ছিলেন হামাসের একজন শীর্ষ নেতা এবং ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীর আন্তর্জাতিক কূটনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ মুখ। গাজায় যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে তিনি ফিলিস্তিনিদের প্রতিনিধিত্ব করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছিলেন। যুদ্ধ চলাকালে ইসরায়েলের বিমান হামলায় তার তিন ছেলে হাজেম, আমির ও মোহাম্মদ নিহত হন। হামাস জানিয়েছে, এই হামলায় হানিয়া তার আরও এক ছেলে, তিন মেয়ে এবং চার নাতিকে হারিয়েছেন।

ইসমাইল হানিয়া বরাবরই কঠোর ভাষায় কথা বলতেন। তবে অনেক কূটনীতিক তাকে গাজার সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর কট্টরপন্থী নেতাদের তুলনায় মধ্যপন্থী ঘরানার নেতা হিসেবে দেখেছেন। ২০১৭ সালে হামাসের শীর্ষ পদে নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে তিনি তুরস্ক এবং কাতারের রাজধানী দোহায় যাওয়া-আসার মধ্যে ছিলেন। এই দুই দেশে বিভিন্ন সময় অবস্থান তাকে যুদ্ধবিরতি আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম করেছিল।

ইসমাইল হানিয়ার নিহত ছেলেরা হামাসের সদস্য ছিল না বলে তিনি দাবি করেছিলেন। ইসরায়েলের দাবি ছিল যে, হানিয়ার ছেলেরা হামাসের যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু হানিয়া এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, তার সন্তানেরা নিরপরাধ। তাদের হত্যাকাণ্ড যখন হানিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, এর ফলে যুদ্ধবিরতির আলোচনায় প্রভাব পড়বে কি না, তখন তিনি বলেছিলেন, 'ফিলিস্তিনের জনগণের স্বার্থ সবার ওপরে।'

২০১৭ সালে হানিয়া গাজা ছাড়েন এবং ইয়াহিয়া সিনওয়ারের স্থলাভিষিক্ত হন। সিনওয়ার দুই দশকের বেশি সময় ইসরায়েলি কারাগারে কাটিয়েছিলেন। ২০১১ সালে বন্দী বিনিময়ের অংশ হিসেবে মুক্তি পাওয়ার পর গাজায় ফিরলে হানিয়া তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। হানিয়া হামাসকে সশস্ত্র গ্রুপ থেকে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

হানিয়া আরব সরকারগুলোর সঙ্গে হামাসের রাজনৈতিক যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি কাতারে অবস্থান করে ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তির বিষয়ে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ইরানের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির সঙ্গে দেখা করতে নভেম্বরের শুরুতে হানিয়া তেহরানে গিয়েছিলেন। যুবা বয়সে হানিয়া গাজা শহরের ইসলামি ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতেন এবং তখন থেকেই রাজনীতিতে জড়িয়েছিলেন।

১৯৮৭ সালে প্রথম ফিলিস্তিনি ইন্তিফাদা গঠনের সময় তিনি হামাসে যোগ দেন এবং পরবর্তীকালে হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমাদ ইয়াসিনের একজন বিশিষ্ট খাদেম হয়ে ওঠেন। ২০০৬ সালে হামাস ফিলিস্তিনি পার্লামেন্ট নির্বাচনে জয়ী হলে হানিয়া ফিলিস্তিনি প্রধানমন্ত্রী হন। ২০০৭ সালে হামাস গাজার শাসনভার গ্রহণ করে। মাহমুদ আব্বাস ওই বছরই হানিয়াকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। ২০১২ সালে হানিয়াকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, হামাস সশস্ত্র সংগ্রাম পরিত্যাগ করেছে কি না। জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'অবশ্যই না'। তিনি বলেছিলেন, রাজনৈতিক, কূটনৈতিক এবং সামরিক সব ধরনের প্রতিরোধ জারি থাকবে।

সিনেমার খবর

cinema TV

ফের কমেডি ছবিতে কার্তিক আরিয়ান

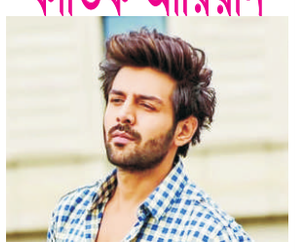

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : 'চন্দু চ্যাম্পিয়ন' ছবির নাম ভূমিকায় কার্তিক আরিয়ানের অভিনয় প্রশংসা কুড়িয়েছে দর্শক ও সমালোচক, দুই মহলেই। যার প্রভাব পড়েছিল বক্স অফিসেও। দারুণ ব্যবসা করেছিল 'চন্দু চ্যাম্পিয়ন'। ফের কমেডি ঘরনার ছবিতে ফিরে আসছেন কার্তিক।

বলিপাড়ার অন্দরের ফিসফাস, 'পতি পত্নী অওর ও' ছবির সিক্যুয়েলে দেখা যাবে কার্তিককে। ইতোমধ্যেই নাকি সেই ছবির গল্প শুনে মৌখিকভাবে 'হ্যাঁ' বলে দিয়েছেন এই বলি-অভিনেতা। তবে সই-সাবুদের কাজ এখনো বাকি রয়েছে।

২০১৯ সালে বড়পর্দায় মুক্তি পেয়েছিল 'পতি পত্নী অওর ও'। কমেডি ঘরনার এই ছবি ছিল সঞ্জীবকুমার, বিদ্যা সিংহ এবং রঞ্জিতা অভিনীত ১৯৭৮-এর ছবিটির 'অফিসিয়াল রিমেক' এই ছবি। কার্তিকের ট্রেডমার্ক দীর্ঘ মনোলগ ছিল এ ছবিতেও। মধ্যবিত্ত পুরুষের 'হতাশা' নিয়ে কার্তিকের কয়েক মিনিটের ভাষণে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল দর্শক মহলে। 'পত্নী' ভূমি পেডনেকর এবং 'ও'-এর ভূমিকায় অনন্যা পান্ডেও আদায় করে নিয়েছিল প্রশংসা। শোনা যাচ্ছে, 'ভুল ভুলাইয়া ৩'-এর শুটিং শেষেই নাকি পতি পত্নী অওর ও ২-এর শুট শুরু করে দেবেন কার্তিক।

সূত্রের খবর, এই সিক্যুয়েলেও একচোট শহরের মধ্যবিত্ত মিষ্টি নায়কের চরিত্রে দেখা যাবে কার্তিককে। এবারের 'ও' চরিত্রে কোন নায়িকা হাজির হবেন, সে খবর এখনো পাওয়া যায়নি। তবে চিত্রনাট্যে নাকি এবারো থাকতে চলেছে রসালো, দ্ব্যর্থক ইঙ্গিতে ভরপুর কিন্তু শালীনতার গণ্ডি পেরোবে না এমন সংলাপ। যথেষ্ট মোচড়ও নাকি থাকতে চলেছে ক্লাইম্যাক্সে।

এই মুহূর্তে বাজার গরম কার্তিকের। মধ্যবিত্ত সমাজের মিষ্টি নায়কের চরিত্র ছাড়াও যে অন্যান্য ভূমিকায় তাকে মানাতে পারে তার হাতে গরম প্রমাণ তিনি দিয়েছেন 'চন্দু চ্যাম্পিয়ন' ছবির মাধ্যমে। 'ভুল ভুলাইয়া'র মতো অক্ষয় কুমারের জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজির ছবি যেভাবে একা কাঁধে টেনে বক্স অফিস পার করে দিয়েছেন কার্তিক, তার ফলে এই নয়া ছবির খবরে নড়েচড়ে বসেছে বলিপ্রেমী দর্শক।

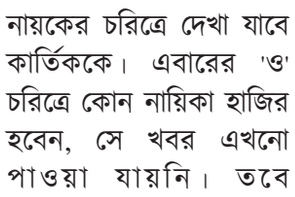

নিজেকে বিশ্বস্ত প্রেমিক দাবি করলেন রণবীর!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আলিয়া ভাটের সাথে রণবীর কাপুর সংসার করছেন জমিয়ে। এক সন্তানের বাবাও তিনি। কিন্তু এক সময় তার প্রেম ও সম্পর্ক ছিল বলিউডের অন্যতম চর্চিত বিষয়। বিশেষ করে দীপিকা পাড়ুকোন ও ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে প্রেম ভাঙার পরে 'ক্যাসানোভা' তকমা পেয়েছিলেন অভিনেতা। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে দাবি করলেন, মানুষ পুরো সত্যিটা এখনও জানেন না। শুধু তাকেই সকলে প্রতারক ভেবে এসেছেন। সম্পর্ক নিয়ে রণবীর এক সাক্ষাৎকারে বলেন, "ক্যারিয়ারের গোড়ার দিকে সকলে আমায় 'প্লেবয়' ভাবতেন, যিনি শুধুই অভিনেত্রীদের সঙ্গে প্রেম করে বেড়ান। তা হলে, একটা গল্প বলি। এটা ঠিক, আমি দু'জন সফল অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রেম করেছি। কিন্তু সেটাই আমার পরিচয় হয়ে গিয়েছে। আমায় ঠগবাজ, প্রতারকের তকমা দেওয়া হয়েছে। এখনও বলা হয়। কিন্তু এসব নিয়ে আমি ভাবি না, কারণ সম্পূর্ণ সত্য মানুষ আজও জানে না। আমি অন্য কারও মতো এসব নিয়ে কথাও বলিনি, কারণ এগুলো খুব ব্যক্তিগত বিষয়। কিন্তু এগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ গুলো বলে কেউ যদি আনন্দ পান, তা হলে আমার কিছু বলার নেই।"

আমি তিন বছর নয় মাসের জন্য নিউইয়র্কে ছিলাম। ওই গোটা সময়ে আমি কারও সঙ্গে প্রেম করিনি। তার আগে স্কুলে আমার এক প্রেমিকা ছিল। কিন্তু নিউইয়র্কে চলে আসার পরে আমি ঠিক করি, আর প্রেম নয়। এ বার কাজে মন দেব।"

২০০৮ সালে প্রেম শুরু দীপিকা ও রণবীরের। সেই সম্পর্ক টেকেনি। দীপিকা দাবি করেছিলেন, রণবীর সম্পর্কে প্রতারণা করেছেন। তার পরেই ক্যাটরিনার সঙ্গে সম্পর্কে জড়ান অভিনেতা। দীর্ঘ দিনের সেই সম্পর্কও পরিণতি পায়নি।

রণবীরের দাবি তিনি প্রেমিক হিসেবে খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন। তার কথায়, "হ্যাঁ,

আলিয়ার পাহারায় ১০০ নিরাপত্তাকর্মী!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আলিয়া ভাটের নিরাপত্তায় ১০০ জন নিরাপত্তাকর্মী। এমন ঘটনাই ঘটছে যশরাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের সিনেমা আলফা'র শুটিং সেটে। সিনেমাটিতে ভিলেনের চরিত্রে আছেন ববি দেওল। সিনেমার শুটিংয়ে ১০০ জন নিরাপত্তারক্ষী নিয়োগ দিয়েছে প্রযোজনা সংস্থা। কিন্তু কেন? নারীকেন্দ্রিক সিনেমা আলফায় প্রধান ভূমিকায় আলিয়া ভাট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী ববি দেওল। জুলাই মাসের শুরু থেকে মুম্বাইয়ে আন্ধেরির যশরাজ স্টুডিওতে সিনেমাটির শুটিং শুরু হয়। আর সেই সেটে ১০০ জন নিরাপত্তারক্ষীকে নিয়োগ করা হয়েছে।

আলিয়া ভাট ও ববি দেওলকে এই সিনেমাতে ধুন্ধুমার অ্যাকশন দৃশ্যে দেখা যাবে।

কোনো দৃশ্যের ফুটেজ যাতে ফাঁস না হয়ে যায় সে কারণেই নিরাপত্তার এতো তোড়জোর। সিনেমাটির আকর্ষণ একটি বিশেষ অ্যাকশন দৃশ্য। যেখানে আলিয়া ও ববিকে হাতাহাতি থেকে শুরু করে অস্ত্রের ব্যবহার করে লড়তে দেখা যাবে। চার দিন ধরে শুটিং চলবে এই দৃশ্যের, এমনটাই জানা গেছে। এই অ্যাকশনের দৃশ্যে ডিজাইন করেছেন আর্ট ডিরেক্টর অমিত রায় ও সুব্রত চক্রবর্তী। 'আলফা' পরিচালনা করছেন শিব রাওয়েল।

ভেঙে ফেলা হয়েছে দিলীপ কুমারের বাংলো

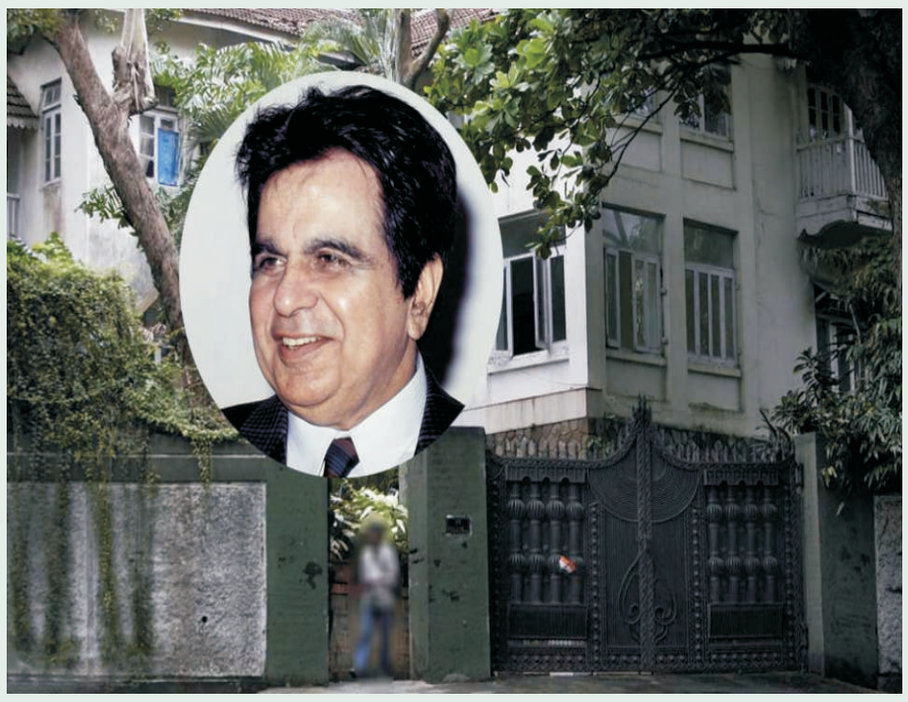

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ভেঙে ফেলা হচ্ছে ভারতের প্রথম সুপারস্টার দিলীপ কুমারের বান্দ্রার বাংলো। তার বান্দ্রার এই বাংলো ভেঙেই নির্মিত করা হচ্ছে বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্ট। ১৯৫৪ সালে এ জমি কিনে বাংলো নির্মাণ করেছিলেন দিলীপ কুমার।

জানা গেছে, এ ভবনের দাম ১৫৫ কোটি টাকা (বাংলাদেশি মুদ্রায় ২১৭ কোটি টাকারও বেশি)। ৯,৫২৭.২১ স্কয়ার ফুটের জায়গায় নির্মিত হয়েছে এ ভবন। ৯, ১০ এবং ১১ তলায় রয়েছে ট্রিপলেক্স। গত বছর বিভিন্ন গণমাধ্যমে এ নায়কের পালি হিলের বাংলো ভেঙে বিলাসবহুল আবাসিক নির্মাণের খবর শোনা যায়। 'আসার গ্রুপ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান এটি কিনে নেয়।

এ বহুতল আবাসিক ভবনের একেবারে গ্রাউন্ড ফ্লোরে দিলীপ কুমারের নামে একটি জাদুঘরও তৈরি হবে বলে জানা গেছে। যেখানে থাকছে অভিনেতার ব্যবহৃত পোশাক, জিনিসসহ অনেক দুষ্প্রাপ্য বস্তু। আরও থাকছে জাদুঘরে আসা অতিথিদের জন্য আলাদা প্রবেশদ্বার।

দিলীপ কুমারের এ পালি হিলস বাংলোর জমি নিয়ে প্রায় ৫ বছর ধরে একটি আইনি জটিলতা চলছে। অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে জমি বেআইনিভাবে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে মানহানির মামলা দায়ের করেছিলেন তার স্ত্রী সায়রা বানু।

এসব আইনি জটিলতা কাটিয়ে ওঠার পর এবার সেখানে অন্য এক প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে বিলাসবহুল আবাসিক নির্মাণ করা হচ্ছে। দিলীপ কুমার ১৯৫৪ সালে এ জমি কিনে বাংলো তৈরি করেছিলেন। তখন এর দাম ছিল মাত্র ১.৪ লাখ টাকা।

দক্ষিণী সিনেমার খলনায়ক চরিত্রে পছন্দের শীর্ষে ববি দেওল

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় নতুন খলনায়কের আর্বিভাব হয়েছে। দিন দিন পরিচালকদের কাছে তার চাহিদা বাড়ছে। এই অভিনেতা আর কেউ নন, ববি দেওল। একসময় বলিউডে নায়ক হিসেবে যার সুনাম ছিল। তিনি এখন দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় ঝড় তুলতে যাচ্ছেন খলনায়ক হিসেবে।

বলিউডের সোলজারের মতো সিনেমাতে দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য পরিচিত ববি দেওল এখন দক্ষিণ ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে শীর্ষ পছন্দ। যেখানে তিনি খলনায়ক হিসেবে সবার নজর কাড়ার অপেক্ষায় আছেন।

সাম্প্রতিক বছরে ববির ক্যারিয়ার উল্লেখযোগ্য মোড় নিয়েছে। এই পরিবর্তন এসেছে ওয়েব সিরিজ আশ্রম ও অ্যানিমেল সিনেমায় তার অভিনয়ের জন্য। এটি কেবল তার কেরিয়ারকে পুনরুজ্জীবিত করেনি বরং তাকে একজন খলনায়ক হিসেবেও ভারতীয় চলচ্চিত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ক্যারিয়ারের শুরুতে ববি দেওলের সাফল্য

ববি দেওল ধরম বীর সিনেমাতে শিশুশিল্পী হিসেবে অভিনয় করে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে আত্মপ্রকাশ করেন। পরে বরসাত সিনেমা তাকে খ্যাতি এনে দেয়। ১৯৯০ দশকের শেষের দিকে ও ২০০০ দশকের গোঁড়ার দিকে ববি দেওল গুপ্ত, সোলজারসহ বেশি কিছু সফল চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এই সিনেমাগুলো একজন অভিনেতা হিসেবে তার সম্ভাবনাকে সামনে আনে। সবাই ধরে নিয়েছিল, ভারতীয় সিনেমাতে ববি দেওলের জায়গা বড় হবে। কিন্তু এরপর ধারাবাহিকভাবে তার বেশ কিছু সিনেমা বাণিজ্যিকভাবে ব্যর্থ হয়। তখন থেকে তার ক্যারিয়ারের গ্রাফ নিচের দিকে নামতে থাকে। ফলে ২০০০ দশকের শেষের দিকে ববির ক্যারিয়ারে মন্দা দেখা দেয়।

আশ্রম সিরিজ দিয়ে পুনরুত্থান

অবশেষে ২০২০ সালে মুক্তি পাওয়া ওয়েব সিরিজ আশ্রম দিয়ে আবার আলোচনায় আসেন ববি দেওল। এই সিরিজ দিয়ে যেন তার ক্যারিয়ারের পুনরুত্থান ঘটে। সিরিজে অভিনেতাকে বাবা নিরালার ভূমিকায় দেখা যায়। যিনি নানান কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। বাবা নিরালার চরিত্রে ববি দেওলের অভিনয় দর্শকদের নজর কাড়ে এবং সবার কাছে প্রশংসিত হয়। সমালোচকারাও ববি দেওলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। মূলত সিরিজে পর্দায় ববি দেওলের অভিনয় তার ক্যারিয়ারে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনে।

আশ্রমের সাফল্য ববির ক্যারিয়ার পুনরুজ্জীবিত করে। ফলে তিনি বিভিন্ন চলচ্চিত্রে কাজের সুযোগ পেতে থাকেন। বিশেষ করে খলনায়ক চরিত্রের জন্য ববির চাহিদা বেড়ে যায়। লাভ হোস্টেল সিনেমাতে অভিনয়ের পর যেন তা আরও পাকাপোক্ত হয়। সিনেমাটিতে ববি বিরাজ সিং ডাগর চরিত্রে অভিনয় করেন। চরিত্রটি ছিল একজন অপরাধীর। যার লক্ষ্যবস্তু ছিল তরুণ দম্পতিরা। লাভ হোস্টেল ভয়ঙ্কর খলনায়কের চরিত্রে ববি দেওলের অভিনয় দর্শকের মাঝে দারুণ সাড়া ফেলে।

অ্যানিমেলে দিয়ে নতুন উচ্চতায়

ববি দেওলের ক্যারিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট আসে রণবীর কাপুর অভিনীত সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা পরিচালিত অ্যানিমেল দিয়ে। সমালোচকদের মিশ্র প্রতিক্রিয়া পাওয়া এই সিনেমাতে ববি দেওল রণবীরের বিপরীতে প্রধান খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করেন। যদিও তার চরিত্রটি পর্দায় সীমিত সময়ের জন্য ছিল। তবুও তার শক্তিশালী অভিনয় দর্শকের মনে দাগ কাটে। সিনেমাটির বাণিজ্যিক সাফল্য শীর্ষস্থানীয় খলনায়ক হিসেবে ববি দেওলের অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে। এই চরিত্রটি কেবল তার ক্যারিয়ারকে পুনরুজ্জীবিত করেনি, দক্ষিণ ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের দরজা খুলে দেয়।

দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় ববি দেওলের প্রসার

অ্যানিমেলের সাফল্যের পর ববি দেওলের ক্যারিয়ারের গতিপথ নতুন দিকে মোড় নেয়। কারণ তিনি বেশ কয়েকটি হাইপ্রোফাইল দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমাতে অভিনয় করছেন। যেমন কাঙ্গুভা, দেবারা এবং এনবিকে১০৯ এর মতো আসন্ন, সিনেমাগুলোতে তাকে খল চরিত্রে দেখা যাবে।

কাঙ্গুভা সিনেমাতে সুপারস্টার সুরিয়ার বিপরীতে খলনায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন ববি দেওল। দশেরা উৎসবের সঙ্গে মিল রেখে আগামী ১০ অক্টোবর মুক্তি পাবে সিনেমাটি। এখানে ববির চরিত্রটি চলচ্চিত্রের প্লটের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। সিনেমাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে দিশা পাটানিকেও।

এছাড়া দেবারা সিনেমাতে সাইফ আলি খানের সঙ্গে খলনায়কের ভূমিকায় দেখা যাবে তাকে। এই সিনেমার দ্বিতীয় কিস্তিতে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করবেন ববি দেওল। কোরাতালা শিবা পরিচালিত দেবারা মুক্তি পাবে ২৭ সেপ্টেম্বর।

এদিকে নন্দমুরি বালাকৃষ্ণের ১০৯ তম চলচ্চিত্র এনবিকে১০৯ এ অভিনয় করবেন ববি দেওল। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ববি দেওল এখানে প্রধান খলনায়কের চরিত্রে অভিনয় করবেন। গত বছরের নভেম্বরে সিনেমাটির শুটিং শুরু হয়।

যেহেতু ববি দেওল দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে অভিনয় করছেন। তাই এখন দেখায় বিষয়, খলনায়ক হিসেবে ববি দেওল নিজেকে আর কতটা উঁচুতে নিয়ে যেতে পারেন।

'গুরু' গম্ভীরকে

কেন হাসতে বললেন দ্রাবিড়?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : গুরুগম্ভীর চেহারাই যেন গুরু (ভারতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান প্রধান কোচ) গৌতম গম্ভীরের সাথে মানানসই। তার মুখাবয়বে হাসির রেখা বিরলই বটে। গম্ভীর নিজেও সে কথা জানেন। তিনি বলেছেনও, 'মানুষ আমার হাসি দেখতে মাঠে আসে না, আমার দলকে জিততে দেখতে আসে।'

গম্ভীরের ব্যক্তিত্ব নিয়ে এবার একটু মজাই করলেন ভারতের সাবেক কোচ রাহুল দ্রাবিড়। শুভেচ্ছা বার্তায় গম্ভীরকে বললেন, একটু হাসি দিয়ে সবাইকে চমকে দিতে।

গম্ভীরকে হাসার উপদেশ দিয়ে দ্রাবিড় বলেছেন, 'কাজটা যদি তোমার জন্য কঠিনও হয় তবু হেসো। ফল যাই হোক না কেন, এটা মানুষকে অবাক করবে।'

ভারতের সাবেক কোচ গম্ভীরের উদ্দেশে বলেন, 'ক্রিকেট দুনিয়ার সবচেয়ে উত্তেজক দায়িত্ব ভারতের কোচ হওয়া। সেই কাজে তোমায় স্বাগত। তিন সপ্তাহ হয়ে গিয়েছে আমি দায়িত্ব ছেড়েছি। যেভাবে শেষটা হয়েছে তা স্বপ্নের মতো। সেটা বার্বাডোজ হোক বা মুম্বাইয়ে। সেই মুহূর্তগুলো আমি কোনও দিন ভুলতে পারব না। আমি চাইব কোচ হিসাবে তুমিও এই স্বাদ পাও। আশা করব তোমার দলের সব ক্রিকেটার সুস্থ থাকবে। সব সময় তুমি তাদের পাবে। কোচদের কিছুটা ভাগ্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়। আশা করি তুমি সেটা পাবে।'

গম্ভীর এবং দ্রাবিড় এক সময় সতীর্থ ছিলেন। সেই সময় গম্ভীরকে ক্রিকেট মাঠে নিজেকে উজাড় করে দিতে দেখেছেন। দ্রাবিড় বলেন, 'ব্যাট করার সময় তোমাকে সঙ্গী হিসাবে দেখেছি, ফিল্ডার হিসাবে দেখেছি। তুমি সব সময় জয়ের জন্য ঝাঁপাতে। আইপিএলেও তোমার হার না মানা মানসিকতা দেখেছি। তোমার মধ্যে জেতার খিদে রয়েছে। সেই সঙ্গে তরুণ ক্রিকেটারদের মধ্যে থেকে সেরাটা বার করে নিয়ে আসার ক্ষমতা রয়েছে। প্রত্যাশার চাপ থাকবে। সমালোচিত হতে হবে। কিন্তু তুমি কখনও একা থাকবে না। ক্রিকেটার, সাপোর্ট স্টাফ, সাবেক অধিনায়ক, ম্যানেজমেন্ট তোমার পাশে থাকবে। সেই সঙ্গে থাকবে ভারতের সমর্থকেরা।'

দ্রাবিড়ের এই বার্তা শুনে নিজের আবেগ ধরে রাখতে পারেননি গম্ভীর। তিনি বলেন, 'আমি জানি না কী বলব। আমি দ্রাবিড়ের খেলা দেখে বড় হয়েছি। ওর রেখে যাওয়া জুতোয় পা গলাতে চলেছি। ক্রিকেটের জন্য এতো ত্যাগ করতে আমি আর কাউকে দেখিনি। ভারতীয় ক্রিকেটের যা যা প্রয়োজন দ্রাবিড় সব করেছে।'

অলিম্পিকের জন্য ম্যাট ডসনের বিসর্জন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অলিম্পিকে খেলার অদম্য ইচ্ছা তার। প্যারিস অলিম্পিকে পেয়ে যান বহুল কাঙ্ক্ষিত আরও একটি সুযোগ। ইচ্ছাশক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে তাকে দমানো যায়নি। এমনকি তার অলিম্পিকে খেলার পথে ইনজুরিও বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি।আঙুলের চোটে ভুগছিলেন তিনি। চোটের মাত্রাটা এতটাই গুরুতর ছিল যে, অস্ত্রোপচার করিয়ে সুস্থ হতে কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে যেত। কিন্তুএত সময় তো হাতে ছিল না। চিকিৎসকদের ছুরি-কাঁচির নিচে গেলে এবারের প্যারিস অলিম্পিকে খেলার স্বপ্নটাই পূরণ হতোনা তার। উপায়ান্তর না পেয়ে শেষ পর্যন্ত প্যারিস অলিম্পিকে অংশ নিতে আঙুলের আক্রান্ত অংশটুকু কেটেই ফেলেন তিনি।

অলিম্পিকে খেলার স্বপ্ন বাজিতে জিততে এমন অঙ্গচ্ছেদের ঘটনা ঘটিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার ফিল্ড হকি খেলোয়াড় ম্যাট ডসন।৩০ বছরের এ খেলোয়াড় এখন প্যারিসে। গতকালই আর্জেন্টিনার বিপক্ষে মাঠে নামার কথা ছিল তার দলের। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ডসন আঙুলে চোট পান সপ্তাহ দুয়েক আগে।অলিম্পিকের জন্য অনুশীলনের সময় তার ডান হাতে আঘাত করে হকিস্টিক। এতে তার একটি আঙুলের অংশ ভেঙে যায়। দুর্ভাগ্যের মধ্যে একটু স্বস্তি ছিল এতটুকু, অনামিকার ভাঙা অংশ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ঝুলছিল। সেই ভাঙা রিং ফিঙ্গার নিয়ে একজন প্লাস্টিক সার্জনের দ্বারস্থ হন। চিকিৎসক তাকে জানান, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন মিলিয়ে চার থেকে ছয় সপ্তাহ সময় লেগে যাবে। তারপরও শতভাগ ফিটনেস ফিরে পাওয়ার কোনো গ্যারান্টি ছিল না।সেটা করলে অলিম্পিকে খেলার প্রত্যাশা বাদ দিতে হতো ডসনকে।

ডসনের স্বপ্নের কথা মাথায় নিয়ে পরে চিকিৎসক পরামর্শ দেন, বিকল্প উপায় হিসেবে ডসন চাইলে আঙুলের ভাঙা অংশ কেটে ফেলতে পারবেন। এমনটা করলে দশ দিনের মধ্যে হকি স্টিক হাতে ফিল্ডে ফিরতে পারবেন। সিদ্ধান্ত জানাতে ডসনকে তাড়াহুড়া করতে বারণ করেছিলেন স্ত্রী। কিন্তু ডসন যে অন্য ধাঁচের মানুষ। তাকে আটকায় কে। সময়ক্ষেপণ না করে ওইদিন বিকালেই চিকিৎসককে আঙুল কেটে ফেলার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেন।

এমন নয় যে এবারই প্রথম অলিম্পিকে খেলছেন ডসন। আগেও দুবার অলিম্পিকে খেলেছেন। টোকিও অলিম্পিকে ছিনিয়ে নেন রুপা।তবু কেন প্যারিস অলিম্পিকে খেলতে মরিয়া।পারলেজভস হকি পডকাস্টে এ নিয়ে ডসনের ভাষ্য, 'হতে পারে এটিই আমার শেষ অলিম্পিক।যদি মনে হয় যে আমার এখনও নিজের সেরাটা দেওয়ার আছে, তবে সেই চেষ্টাই করব। এজন্য যদি আঙুলের অগ্রভাগ ক্ষতিপূরণ দিতেহয়, সেটাই হোক।'

আঙুল কেটে ফেলার সিদ্ধান্তে ডসনের সতীর্থরা চমকে গিয়েছিলেন।অস্ট্রেলিয়া হকি দলের ক্যাপ্টেন অ্যারন জালেফস্কি এ নিয়ে বলেন, 'শুরুতে আমরা ভাবতে পারছিলাম না কী হবে।পরে শুনলাম সে হাসপাতালে গিয়ে আঙুল ফেলে দিয়েছে।তবে ব্যাপারটা চমকপ্রদই বলতে হবে।অনেকেই বড় মূল্য দিয়ে হলেও এখানে (অলিম্পিক) আসতে চায়।যখন আপনি আজীবনের পছন্দ এবং বড় মঞ্চের জন্য কিছু একটা ছাড়ের মুখোমুখি হবেন, তখন সিদ্ধান্ত নেওয়াটা সহজও।'

অস্ট্রেলিয়া দলের কোচ কলিনবাচ আঙুল কেটে ফেলায় তো যারপরনাই বিস্মিত, 'সে প্যারিসে খেলতে মরিয়া।আমি জানি না ওর জায়গায় থাকলে আমি এটা করতাম কিনা।কিন্তু সে করেছে।'

ডসন মেজর টুর্নামেন্টের আগে এবারই প্রথম চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হননি।এর আগে ২০১৮ সালে কমনওয়েলথ গেমসের আগেও দুর্ঘটনার শিকার হন।হকিস্টিকের আঘাতে চোখ হারানোর দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলেন তিনি।তবে শেষ পর্যন্ত কমনওয়েলথ গেমসে খেলেন।দলকে স্বর্ণপদকও উপহার দেন।

রিয়ালে যোগ দিয়ে আবেগে ভাসলেন এনদ্রিক

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ব্রাজিলের বিস্ময়বালক এনদ্রিক দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে পালমেইরাস থেকে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দিয়েছেন। শুক্রবার (২৬ জুলাই) সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে দর্শকদের সামনে এনদ্রিককে পরিচয় করিয়ে দেয় রিয়াল মাদ্রিদ কর্তৃপক্ষ।

রিয়ালের সাথে এনদ্রিকের চুক্তি হয়েছিল ২০২২ সালের ডিসেম্বরে। তবে বয়সের মারপেচে এতদিন রিয়ালে যোগ দিতে পারেননি তিনি। ২১ জুলাই ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে তার। আর তাতেই এনদ্রিক যোগ দিলেন তার স্বপ্নের ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদে।

রিয়াল মাদ্রিদ কতৃপক্ষ এ দিন সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে পরিচয় করিয়ে দেন এনদ্রিককে। এ সময় আবেগে রিয়ালের লোগোতে চুমু খেয়েছেন, বল লাথি মেরে দর্শকদের মধ্যে পাঠিয়েছেন এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন।

এনদ্রিক বলেন, 'আমি ছোটবেলা থেকেই রিয়াল মাদ্রিদের ভক্ত। এখন আমি আমার স্বপ্নের ক্লাবের খেলোয়াড়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর আজ আমার স্বপ্ন পূরণ হলো।'

রিয়ালের সঙ্গে ৬ বছরের চুক্তি হয়েছে এনদ্রিকের।

গত বছরের নভেম্বরে ব্রাজিল জাতীয় দলে অভিষেক হয়ে ছিলেন গেল কোপা আমেরিকায় ছিলেন ব্রাজিল স্কোয়াডে।

নজির গড়লেন রুট, টপকালেন লারাকে

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টেস্ট ক্রিকেটে নজির গড়লেন জো রুট। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে শনিবার বিরতির আগে টেস্ট ক্রিকেটে ১২ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করলেন ইংল্যান্ডের সাবেক এই অধিনায়ক।

টেস্টে ক্রিকেটে রান সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্রায়ান লারাকে টপকে গেলেন রুট। লাল বলের ক্রিকেটে ১৩১টি ম্যাচ খেলে ১১,৯৫৩ রান করেছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাবেক ক্রিকেটার ব্রায়ান লারা।

বার্মিংহ্যাম টেস্টের আগে রুটের রান ছিল ১১,৯৪০। শনিবার তিনি ১৪ রান পূর্ণ করার সঙ্গে সঙ্গে লারাকে টপকে টেস্টে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারীদের তালিকায় সপ্তম স্থানে উঠে এলেন।

টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি রান করার নজির রয়েছে শচীন টেন্ডুলকারের। তিনি ২০০টি টেস্ট খেলে করেছিলেন ১৫৯২১ রান। তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন রিকি পন্টিং। অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ক্রিকেটারের ১৬৮ ম্যাচে সংগ্রহ ১৩৩৭৮ রান। তৃতীয় স্থানে রয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অলরাউন্ডার জ্যাক কালিস। তিনি ১৬৬টি টেস্ট খেলে করেছেন ১৩২৮৯ রান। চতুর্থ স্থানে রয়েছেন রাহুল দ্রাবিড়। তিনি ১৬৪টি টেস্ট খেলে ১৩২৮৮ রান করেছেন। তালিকায় পঞ্চম স্থানে রয়েছেন অ্যালিস্টার কুক। ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক ১৬১ টেস্টে ১২৪৭২ রান করেছিলেন।

প্যারিস অলিম্পিক: দক্ষিণ কোরিয়াকে

উত্তর কোরিয়া বলায় তোলপাড়!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্যারিসের সিন নদীতে জমাকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে পর্দা উঠেছে অলিম্পিক গেমসের। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মার্চপাস্টের সময় এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেছে। মার্চপাস্টের সময় দক্ষিণ কোরিয়ার অ্যাথলেটদের উত্তর কোরিয়া বলে পরিচয় করিয়ে দেয় উপস্থাপক। যা নিয়ে বিপাকে পড়েছে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি।

২৭ জুলাই মার্চপাস্টে দক্ষিণ কোরিয়ার নৌযান দৃশ্যমান হতেই ঘোষক পরিচয় করিয়ে দেন এভাবে, 'ডেমোক্রেটিক পিপল'স রিপাবলিক অব কোরিয়া।' যা শুনে অনেকেই চমকে ওঠেন। কারণ এটি উত্তর কোরিয়ার সরকারি নাম! তাই ঘোষণাটি হতো এভাবে 'দ্য রিপাবলিক অব কোরিয়া', এটি দক্ষিণ কোরিয়ার সরকারি নাম।

দুই ভাষাতেই (ফরাসি ও ইংলিশ) দক্ষিণ কোরিয়া দলকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় উত্তর কোরিয়ার নামে। কিন্তু দুই বৈরি দেশের পরিচয়ে এই ভুল নিয়ে তোলপাড় তৈরি হওয়াই যে স্বাভাবিক!

অনাকাঙ্ক্ষিত এ ভুলের জন্য ক্ষমা চেয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের উপস্থাপক মার্ক অ্যাডামস। তিনি বলেছেন, স্পষ্টভাবে এজন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমা চাচ্ছি। চলমান প্রক্রিয়ার মাঝেই এই ভুল হয়ে গেছে। সেই (উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে) সন্ধ্যায় অনেকগুলো ঘটনা ঘটছিল, এরই মাঝে ভুল হয়েছে, আমরা শুধু ক্ষমাই চাইতে পারি।

এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি (আইওসি)। নিজেদের অফিশিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে ক্ষমা প্রার্থনা করে কোরিয়ান ভাষায় একটি পোস্ট করেছে। পোস্টে তারা লিখেছে, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্প্রচারের সময় দক্ষিণ কোরিয়া দলকে পরিচয় করিয়ে দিতে গিয়ে যে ভুলটি হয়েছে, এর জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

ইরাককে গুঁড়িয়ে অলিম্পিকে টিকে রইলো আর্জেন্টিনা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অলিম্পিকে আর্জেন্টিনাকে খানিকটা ভুগিয়েছে ইরাক। যদিও দিনশেষে আর্জেন্টিনা বের করে এনেছে চাপে পড়া ম্যাচটা। জিততেই হবে, এমন এক ম্যাচে আর্জেন্টিনা ইরাককে উড়িয়ে দিয়েছে ৩-১ ব্যবধানে। ফ্রান্সের রোদ ঝলসানো দিনে আর্জেন্টিনার শুরুটাও হয়েছিল দুর্দান্ত। দশ মিনিটেই বক্সের খানিকটা বাইরে ফ্রিকিক থেকে গোল পেতে পারতেন থিয়াগো আলমাদা। ফ্রিকিক ছিল নিখুঁত। কিন্তু ইরাকি গোলরক্ষক হুসেইন হাসান ছিল দুর্দান্ত। ঝাঁপিয়ে পড়ে বল গ্রিপে নেন। যদিও মিনিট তিনেক পর এই আলমাদাই নাম তোলেন স্কোরশিটে। যোগ করা সময়ে সমতায় ফেরে ইরাক। দুর্দান্ত এক ক্রসে ইরাককে গোল এনে দেন আইমান হুসেইন। প্রথমার্ধে এরপর বলার মতো সুযোগ দুই দলের কেউই খুব একটা জোরালো আক্রমণ করতে পারেনি। ১-১ সমতায় দুই দল ফেরে টানেলে।

দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচের লাগাম পুরোপুরি নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় হাভিয়ের মাশেরানোর শিষ্যরা। আলমাদা আর ইগনাসিও ফার্নান্দেজ শুরুর ১০ মিনিটে টানা আক্রমণ চালিয়েছেন ইরাকি রক্ষণের ওপর। ৬০ মিনিটে মাশেরানো দলে আনেন তিন বদল। এখানেই ঘুরে যায় ম্যাচের ভাগ্য। ৬০ মিনিটে বদলি নামা কেভিন জেনন বক্সে ফেলেছেন মাপা ক্রস। তাতে মাথা ছুঁইয়ে গোল করেন একইসময়ে বদলি হিসেবে নামা লুসিয়ানো গুন্দো। বদলি নামার ২ মিনিটের মাঝে আর্জেন্টিনাকে এগিয়ে দেন এই দুই তরুণ। গুন্দো ও জেননের সংযুক্তি আর্জেন্টিনাকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণে এগিয়ে দিয়েছে অনেকটাই।

ম্যাচে আর্জেন্টিনার জয়সূচক গোলটাও এসেছে জেননের সৌজন্যে। জটলার মাঝে বল পেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এরপরেই সেটাকে বাইরে ঠেলে দেন। ইগ্নাসিও ফার্নান্দেজের দূরপাল্লার শট আর্জেন্টিনাকে এনে দেয় তৃতীয় গোল। এই জয়ের পর নিশ্চিতভাবেই অলিম্পিকে নিজেদের টিকিয়ে রেখেছে আলবিসেলেস্তেরা।

লজ্জার রেকর্ড গড়লেন

জিম্বাবুয়ের উইকেটকিপার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টেস্ট ক্রিকেটে লজ্জার রেকর্ড গড়লেন জিম্বাবুয়ের উইকেটকিপার ক্লাইভ মাদান্দে। এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি বাই রান দিয়ে ৯০ বছরের একটি পুরনো রেকর্ড ভেঙেছেন এই উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। প্রথম ইনিংসে জিম্বাবুয়ের ২১০ রানের জবাবে আয়ারল্যান্ড করেছে ২৫০ রান। প্রথম ইনিংসে আইরিশরা ৪২ রান পেয়েছেন বাই হিসাবে। মূলত জিম্বাবুয়ের উইকেটরক্ষকের ব্যর্থতার জন্যই ৪০ রানে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় তারা। ব্যাটারদের লেগ সাইডে পড়া প্রায় কোনো বলই উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে আটকাতে পারেননি মাদান্দে।

১৯৩৪ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট ম্যাচের একটি ইনিংসে ইংল্যান্ডের উইকেটরক্ষক লেস আমেস বাই হিসাবে ৩৭ রান দিয়েছিলেন। এত দিন পর্যন্ত টেস্টের এক ইনিংসে সেটাই ছিল একজন উইকেটরক্ষকের দেওয়া সবচেয়ে বেশি বাই রান।

৯০ বছরের এই লজ্জা থেকে আমেসকে মুক্তি দিলেন মাদান্দে। এই ম্যাচে ব্যাট হাতেও সাফল্য পাননি তিনি। প্রথম ইনিংসে শূন্য রানে আউট হয়েছেন মাদান্দে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR